NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ জনাদেশকে অপমান করাই কংগ্রেসের ডিএনএ: শিবরাজ

এশিয়াডে সোনাজয়ী ভারতকে কুর্নিশ বিসিসিআই সভাপতির ৭

কলকাতা ৫ অক্টোবর ২০২৬ ১৭ আশ্বিন ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ১১৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.10.2026, Vol. 20 Issue No. 116, 8 Pages, Price 3.00

এবার পদ্মের রাজ্যসভার প্রার্থী কোয়েল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ দিনের জল্পনার অবশেষে অবসান হল। রবিবার রাজ্যসভা উপনির্বাচনে অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিককেই প্রার্থী করল বিজেপি। রবিবার দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁর নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করে। ফলে গত কয়েক মাস ধরে কোয়েলকে ঘিরে যে রাজনৈতিক জল্পনা চলছিল, রবিবার সেই জল্পনার অবসান ঘটল।

কেন্দ্রীয় বিজেপির জারি করা একটি নির্দেশনায় জানান হয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর কোয়েল মল্লিক বিজেপিতে যোগ দেন। এবার সেই শিবিরের হয়েই রাজ্যসভায় যাওয়ার লড়াইয়ে নামছেন তিনি। আগামী ১৬ অক্টোবর তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসনেই উপনির্বাচন হবে। যদিও রবিবার কোয়েল মল্লিককে রাজ্য সভার প্রার্থী করার খবর সামনে আসার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়। কারণ, তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর রাজ্যসভায় ফেরার সুযোগ পাওয়া নেতাদের তালিকায় এবার তাঁর নামও যুক্ত হল। এর আগে সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইককে নিয়েও একই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় বিজেপি। সেই প্রক্রিয়া বজায় রেখে কোয়েল মল্লিককে তৃণমূল ছেড়ে আসা চতুর্থ মুখ হিসেবে রাজ্যসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী করা হল।

ছ'মাসের মধ্যেই বঙ্গে ইউসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ছ' মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ইউসিসি চালু করা হবে বলে জানান তিনি। রবিবার আলিপুরের উত্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিংঘলের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ইউসিসি চালু হলে রাজ্যে 'লাভ জিহাদ' এবং 'ল্যান্ড জিহাদে'র মতো ঘটনা পুরোপুরি বন্ধ করা হবে।

এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ইউসিসি চালু হলে লাভ জিহাদ-ল্যান্ড জিহাদ সব বন্ধ করব।' তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, ব্যক্তিগত আইন ও জমি সংক্রান্ত বিষয়েও অভিন্ন আইনি কাঠামো তৈরির দিকে এগোতে চাইছে তাঁর সরকার। আগামী ছয় মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দেন, বিষয়টি শুধু রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপের দিকেও এগোবে সরকার।

একই সঙ্গে সাধু, সন্ত এবং ধর্মপ্রচারকদের নিরাপত্তা ও সম্মানের বিষয়টিও সামনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী।

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

তিনি বলেন, যত দিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকবেন, তত দিন রাজ্যের কোনও সন্ত, সাধু বা ধর্মপ্রচারককে অপমান সহ্য করা হবে না। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মর্যাদা রক্ষায় তাঁর সরকার কঠোর অবস্থান নেবে বলেও এদিন স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি।

রবিবার অশোক সিংঘলের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়েও বড় পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী মেলাকে শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরতে চায় রাজ্য সরকার। এছাড়াও গঙ্গাসাগরকে ঘিরে পরিকাঠামো ও আয়োজন আরও উন্নত করার পরিকল্পনা করা হবে বলেও জানান তিনি।

এ দিনের বক্তব্যে হিন্দুদের ঐক্যের ডাকও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, অতীতে হিন্দু সমাজের মধ্যে বাঙালি-অবাঙালি বিভাজন তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই বিভাজন ভুলে বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে সবাইকে এক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অশোক সিংঘলের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি তাই শুধু স্মরণসভায় সীমাবদ্ধ থাকেনি।

মমতার পা ভাঙাকে ফের কটাক্ষ

'পশ্চিমবঙ্গ মিথ্যা দিবস'-এর প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে ২০২১ সালের পায়ের চোটের প্রসঙ্গ টেনে এনে ১০ মার্চকে 'পশ্চিমবঙ্গ মিথ্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

তাঁর বক্তব্য, পাঁচ বছর আগে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভাঙার যে দাবি সামনে এসেছিল, চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি সেই দাবির সঙ্গে মিলছে না। যদিও রবিবারের আগেই শনিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেসের রেডিয়ো ডায়াগনসিস বিভাগের একটি রিপোর্ট দেখান মুখ্যমন্ত্রী। সেই রিপোর্ট দেখিয়ে তাঁর দাবি, ২০২১ সালের ১১ মার্চের ওই রিপোর্টে পায়ে ফ্র্যাকচার বা হাড় সরে যাওয়ার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকী মাংসপেশিতেও আঘাতের প্রমাণ নেই বলে তিনি দাবি করেন। এই নথির ভিত্তিতেই রবিবার নন্দীগ্রামে নির্বাচনী প্রচার থেকে ১০ মার্চকে 'মিথ্যা দিবস' করার প্রস্তাব দেন তিনি।

এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, বিষয়টি নিয়ে এখনই বিস্তারিত কিছু বলছেন না তিনি। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচন শেষ হলে নির্বাচনী বিধি উঠে যাবে। তার পর এই অভিযোগ নিয়ে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ জানানো হবে। তিনি এদিন ফের এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হবে বলেও জানান।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১০ মার্চ নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে আহত হন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পায়ে প্লাস্টার করা হয়েছিল। হুইলচেয়ারে বসেই তিনি পরবর্তী সময়ে নির্বাচনী প্রচারে ফিরেছিলেন। সেই সময় তাঁর পায়ে গুরুতর চোটের কথা চিকিৎসা সংক্রান্ত বুলেটিনেও জানানো হয়েছিল। ফলে পাঁচ বছর পর চিকিৎসার নথি সামনে এনে মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করল। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের কুণাল ঘোষ অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর দাবি খারিজ করেছেন।

তাঁর বক্তব্য, ফ্র্যাকচার না-হলেও পায়ে গুরুতর চোট হতে পারে। মমতার পায়ে আঘাতের ছবি প্রকাশ করে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে 'কুৎসা ও অপপ্রচার' বলে পালটা আক্রমণ করেন। যদিও রবিবার নন্দীগ্রামে শেষ দিনের প্রচারেও সেই প্রসঙ্গ ফের তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে তিনি বলেন, ১০ মার্চকে 'পশ্চিমবঙ্গ মিথ্যা দিবস' হিসেবে পালন করা যায় কি না, তা ভাবা উচিত।

হানিট্র্যাপে পা, তথ্য ফাঁসে ধৃত বাঙালি নৌসেনা কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার পাতা হানিট্র্যাপে পা দিয়ে দেশের অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রতিরক্ষা তথ্য শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ। অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হাতে গ্রেপ্তার হলেন প্রদীপ মুখোপাধ্যায় নামে এক ভারতীয় নৌসেনাকর্মী। ধৃত প্রদীপ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অত্যন্ত গোপনীয় সামরিক তথ্য পাচারের পেছনে কোনও আর্থিক লেনদেন হয়েছিল কি না এবং কতখানি ক্ষতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

পুলিশ ও সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালে ভারতীয় নৌসেনায় যোগ দেন প্রদীপ। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে ইস্টার্ন নেভাল কমান্ডের অধীনে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের রেড ফিল্ডসে অবস্থিত নৌসেনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'আইএনএস অগ্রণী'তে একটি ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট কোর্সের প্রশিক্ষণে গিয়েছিলেন তিনি। তদন্তকারীদের দাবি, নৌসেনা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়ার পর শনিবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দল।

পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে রেভ পার্টির আসর, উদ্ধার মাদক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপূজা উদযাপনের ঠিক মুখে খাস কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে বেআইনি কার্যকলাপ রোধে বিশেষ তৎপর লালবাজার। তারই ধারাবাহিকতায় রবিবার ভোরে পার্ক স্ট্রিটের এক প্রথম সারির অভিজাত হোটেলে ঝটিকা অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের এসটিএফ ও মাদক বিরোধী বিভাগ। শেক্সপিয়র সরণি থানা এলাকার ওই হোটেলের সপ্তম তলার একটি বিলাসবহুল 'পার্টি স্যুটে' গোপন খবরের ভিত্তিতে হানা দিয়ে একপ্রকার হাতেনাতে ফাঁস করা হয় এক নিষিদ্ধ রেভ পার্টির আসর। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ বেআইনি মাদক উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে।

গোপন সূত্রে পাওয়া নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে ভোররাতেই বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে যৌথ অভিযানে নামেন এসটিএফ ও নারকোটিক্স বিভাগের আধিকারিকরা। হোটেলের সপ্তম তলার স্যুটে রেড চালানোর সময় সেখানে প্রায় ২০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

মূলত তাঁদের কাছে থাকা জিনিসপত্র এবং ঘরে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় নিষিদ্ধ মাদকের বড়সড় একটি খেপ। তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর সঙ্গে একাধিক সন্দেহজনক জিনিসপত্র জধ করেছেন তদন্তকারীরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

PUBLIC NOTICE

This is to notify that (1) **ANURADHA KUMARI PANDEY,** W/o. Pradeep Pandey & **PRADEEP PANDEY**, S/o. Lt. Abhinandan Pandey having resident at 397, B. M. Road, Champdani, P.O. Baidyabati, P.S. Bhadreswar, District- Hooghly, PIN-712222, W.B. AND (2) **RAJNANDINI KUMARI,** W/o. Sudesh Pandey, & **SUDESH PANDEY**, S/o. Ashok Pandey, having resident at Hanuman Pally, Sitarampur, P.O. Sitarampur, P.S. Kulti, District- Paschim Bardhaman, PIN-713359, W.B. BOTH have purchased Land Property area measuring **03 (Three) Cottah** each separately as mentioned in the below schedule by virtue of Deeds No. - 00490 dated 03.02.2026 & 00491 dated 03.02.2026 respectively registered at ADSR Office, Asansol from Shahid Hussain Khan through Registered Power of Attorney being Deed No.-00211 of 2026 at ADSR Office, Asansol executed in favour of Attorneys namely (1) MD. NASIM, S/o. Md. Nijam Nabi of Old Sitarampur, Tar Para, P.O. Sitarampur, P.S. Kulti, Dist. Paschim Bardhaman, PIN-713359, W.B. (2) MD. GHULAM, S/o. Lt. Mohammad Ahmed of Railpar, Azad Basti, P.O. Asansol, P.S. Asansol (North), District- Paschim Bardhaman, PIN-713302, W.B. BOTH being Partners of GOLDEN CITY PROJECT, a Partnership Firm, having its office at Jyoti Nagar, Phase -2, Shakespeare Sarani, near Webel IT Park, P.O. & P.S. Asansol (North), District- Paschim Bardhaman, PIN-713302, W.B. and the said Applicants have applied for the said Land Property for Mutation vide Case No.-MN/2026/2305/10887, MN/2026/2305/10886,MN/2026/2305/11037 & MN/2026/2305/11038 respectively before the Office of the SDL&LRO (EP–1), Paschim Bardhaman. If, there is any objection for said mutation, any concerned principle are advised to submit objection along with relevant documents to the concerned Revenue Officer at the Office of the SDL&LRO (EP – 1) within One Month from the date of publication of this notice, otherwise law will take it own course.

SCHEDULE

Block Sub-Division Land and Land Reforms Office (EP- 1) Mouza Baradhemo J. L. No. 05 LR Plot No. 367 LR Khatian No.944 Area of Land 6 (Six) Cottah (i.e. 3 Cottah Each) Name of the recorded owner SHAHID HUSSAIN KHAN.

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম কৃষ্ণনগর সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) ১ম আদালত, নদীয়া,

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং- ৫০/২০২৪

বাদীঃ বাসুদেব বিশ্বাস

-বনাম-

বিবাদীঃ- স্বপন ঘোষ দীং

খসড়া বিজ্ঞপ্তি

বরাবর, ৩নং বিবাদীঃ নিতাই ঘোষ, পিতা- মৃত অমূল্য ঘোষ, সাং ও পোঃ- শাকদহ, থানা-কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র কেসের বাদী বাসুদেব বিশ্বাস নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া অত্র মোকর্দ্দমা আপনার বিরুদ্ধে আনয়ন করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি নিজে অথবা এ্যাডভোকেট দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া করণীয় কার্য্যাদি করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা হইবে।

'A' Schedule of Property
Plaintiff's Property

In the District of Nadia, under P.S. Krishnaganj within Mouza 8 No. Joyghata, the following property
Khatian No.- L.R. 864, 1257, **Plot No.-** L.R. 3162, **Area-** 149 decimals out of 290 decimals

Butted & Bounded by

On the North- Defendant no. 1 to 3, On the South Pro. Defendant no. 5 to 8, thereafter Ananda Ghosh, On the East- Panchayet Road, On the West- Land of Ananda Ghosh & Basudeb Ghosh

'B' Schedule of Property
Total Property

In the District of Nadia, under P. S. Krishnaganj within Mouza 8 No. Joyghata, the following property
Khatian No.- L.R. 864, 1257 **Plot No.-** L.R. 3162, **Area-** 290 decimals

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে অদ্য সন ২০২৬ সালের ২৭/০৭ তারিখে দেওয়া গেল।

By Order of the Court
(DEBABRATA DATTA)
Sheristader
Civil Judge's Court (Divi.)
Krishnagar, Nadia

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজেপি নেতা মণীশ শুক্লা হত্যার বিচারের দাবিতে অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে টিটাগড়ে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : বিজেপি নেতা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মণীশ শুক্লা হত্যার বিচারের দাবিতে রবিবার টিটাগড়ে মিছিল করা হয়। এদিন সন্ধেয় টিটাগড় শহিদ ভগৎ সিং ভবন থেকে শুরু হওয়া মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। মিছিলটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা শেষে টিটাগড় থানার উল্টো দিকে গিয়ে শেষ হয়, যেখানে মণীশকে খুন করা হয়েছিল। মিছিলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, মণীশকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। মরে যাওয়ার দু'ঘণ্টা আগে পর্যন্ত মণীশ তাঁর সঙ্গেই ছিল। তিনি কৈলাশ বিজয়বর্গীর সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন মণীশ তাঁর সঙ্গে কলকাতায় যায়নি। মন্ত্রীর অভিযোগ, তৎকালীন কিছু পুলিশ অফিসারের সহযোগিতায় নির্মল ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি এই কাজটা করেছিল। প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদল হতেই মণীশের পিতা চন্দ্রমণি শুক্লা টিটাগড় থানায় পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এই মামলা পুনরায় চালু হলে নির্মল ঘোষ নিশ্চিতরূপে ফাঁসবেন। উক্ত মিছিলে হাজির ছিলেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস, মণীশের পিতা চিকিৎসক চন্দ্রমণি শুক্লা, ব্যারাকপুর-৩ মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিং প্রমুখ।

বেনারসে কালীমন্দির সংস্কারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ভবনের প্রস্তাব শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেনারসের বাঙালিটোলায় কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্টের জমিতে থাকা প্রাচীন কালীমন্দির সংস্কার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হোক। একই সঙ্গে ওই এলাকায় একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ ভবন তৈরির প্রস্তাব দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার বেনারসে গিয়ে মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন জমি সরেজমিনে ঘুরে দেখেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসাল, রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের আধিকারিক এবং বেনারস জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। এই প্রসঙ্গে শমীক জানান, বেনারসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতি বছর বহু মানুষ তীর্থ করতে যান। তাঁদের থাকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধার কথা মাথায় রেখেই পশ্চিমবঙ্গ ভবন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ওই ভবনের সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনাও করা হবে। এর মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বেনারসের সঙ্গে আরও নিবিড় ভাবে যুক্ত করার লক্ষ্য নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

রবিবার এই পরিদর্শনের সময় বেনারসে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্টের জমি, মন্দির চত্বর এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য জায়গাগুলি ঘুরে দেখেন তিনি। জমির বর্তমান অবস্থা, পরিকাঠামোর সুযোগ, প্রাচীন মন্দিরগুলির সংরক্ষণ এবং তীর্থযাত্রীদের সুবিধার বিষয়গুলি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন শমীক।

হাওড়ায় 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর আওতায় মেগা রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে রবিবার হাওড়ায় 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর আওতায় একটি মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। হাওড়া স্টোরের সামনে বিশাল মার্কেট এলাকায় আয়োজিত এই শিবিরে বহু মানুষ উৎসাহের সঙ্গে রক্তদান করেন এবং প্রয়োজনে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প নেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন *পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন* রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই, বিধায়ক সঞ্জয় সিং, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, সাংসদ রাহুল সিনহা এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সম্পাদক মনোজ পাণ্ডে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া বিজেপির জেলা সভাপতি *গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য*। ৬৬ নং ওয়ার্ডে সেবা সংকল্প অভিযান আয়োজিত* জনসেবা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং মহম্মদ ইন্তেজারের নেতৃত্বে কলকাতা পুর কর্পোরেশনের ৬৬ নং ওয়ার্ডের হাজার হাজার মানুষের মধ্যে পোশাক, রেশন এবং ব্যাগ বিতরণ করা হয়।

ডোমজুড়ে সরস্বতী নদীর জল ফুটছে, দূষণের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার সকালে হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের ভাণ্ডারদহ এলাকায় সরস্বতী নদীর জলে অস্বাভাবিক ঘটনা চোখে পড়ে। নদীর এক জায়গায় আচমকা জল টগবগ করে ফুটতে দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে ভিড় করেন। নদীর জল কেন এভাবে ফুটছে, তা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। যদিও পরিবেশবিদদের প্রাথমিক অনুমান, নদীর জলে কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। যদিও এই প্রসঙ্গে পরিবেশবিদ এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের প্রাক্তন আইন আধিকারিক বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে সরস্বতী নদীর জলপ্রবাহ বন্ধ। ফলে নদী কার্যত বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় আশপাশের কারখানা থেকে রাসায়নিক বা অ্যাসিড জাতীয় বর্জ্য নদীর জলে মিশলে তার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া হতে পারে। সেই বিক্রিয়ায় তৈরি গ্যাস কোনও জায়গা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় জলের উপর ফুটন্ত অবস্থার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

একই ধারণা চন্দননগর পরিবেশ অ্যাকাডেমির পরিবেশবিদদেরও। তবে ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তা নিশ্চিত ভাবে জানতে নদীর জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা প্রয়োজন বলে তাঁরা জানান। এক সময় সরস্বতী ছিল স্রোতস্বিনী নদী। এখন সেই নদীর বহু অংশে জলপ্রবাহ কার্যত রুদ্ধ হয়ে আছে। এই বিষয়ে পরিবেশবিদদের অভিযোগ, দীর্ঘ দশক ধরে নদী দখল এবং দীর্ঘদিনের অবহেলায় নদীর স্বাভাবিক চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় নদীর গতিপথ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আশেপাশের এলাকা থেকে আসা শিল্পবর্জ্যের দূষণ। এক্ষেত্রে পরিবেশবিদদের দাবি, দূষণের জেরে সরস্বতীর জলজ পরিবেশও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নদীতে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দূষণের মাত্রা আরও বাড়লে নদী সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ এবং মানুষের জীবনযাত্রাতেও তার প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এই ঘটনার ছবি ও তথ্য রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নজরে আনা হচ্ছে বলে পরিবেশবিদরা জানান। তাঁদের দাবি, কোন কোন কারখানা থেকে বর্জ্য নদীতে পড়ছে, তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। দূষণের জন্য দায়ী সংস্থাগুলির কাছ থেকে আইন অনুযায়ী জরিমানা আদায় করে সেই অর্থ নদী সংস্কারের কাজে ব্যবহার করার দাবিও তোলেন তাঁরা। তবে জল ফুটে ওঠার আসল কারণ জানতে দ্রুত নমুনা পরীক্ষা এবং নদীর জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

৬৬ নং ওয়ার্ডে সেবা সংকল্প অভিযান আয়োজিত জনসেবা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং মহম্মদ ইন্তেজারের নেতৃত্বে কলকাতা পুর কর্পোরেশনের ৬৬ নং ওয়ার্ডের হাজার হাজার মানুষের মধ্যে পোশাক, রেশন এবং ব্যাগ বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মন্ত্রী উমেশ রাই এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিহারের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী অরবিন্দ সিং। এছাড়াও বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মন্ত্রী উমেশ রাই মহম্মদ ইন্তেজারের প্রশংসা করে বলেন যে, সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত ওয়ার্ডে এমন ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান আগে কখনও হয়নি, যেখানে সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজন সিদ্দিকী, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য রবীন্দ্র সিং দীপক এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত ৩ অক্টোবর উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ৮১-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হল। দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে অবস্থিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পথ চলা শুরু করেছিল ইংরেজির ১৯ জুলাই, ১৯৪৫ সালে। আজও তার পথ চলা অব্যাহত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক, পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত রাজ্যের বর্তমান অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। কলেজ কর্তৃপক্ষ এইদিনটিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ওকার্যক্রমগুলি নবাগত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। তারই সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ব্যবস্থায় সফল ও উজ্জ্বল ছাত্রীদের বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন।

তৃণমূল জমানায় সাংসদ তহবিলের অর্থ নেয়নি নোনা চন্দনপুকুর অ্যাথলেটিক ক্লাব: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার ব্যারাকপুরের নোনা চন্দনপুকুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হল ২৭তম আন্তঃক্লাব সন্তরণ প্রতিযোগিতা। উক্ত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে এদিন হাজির ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল জমানায় তিনি সাংসদ থাকাকালীন এই অ্যাথেলেটিক ক্লাবের উন্নয়নে তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থ দিতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তৃণমূল সরকারের অনীহার দরুন উক্ত ক্লাব সেই টাকা নিতে পারেনি। এমনকী ক্লাব কর্তারা তৎকালীন সময়ে ভয়ে তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থ নেওয়ার সাহসও দেখায়নি। তবে আগামীদিনে ওই ক্লাবের উন্নয়নে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। মন্ত্রী বলেন, নিয়মিত সাঁতার কাটলে শরীর ও মনের সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে। সাঁতার কাটলে শ্বাসকষ্ট দূর হয়। তাই তিনি নতুন প্রজন্মকে বেশিমাত্রায় সাঁতার কাটার পরামর্শ দিলেন। প্রাক্তন বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত বলেন, এই ক্লাবের অনেকেই রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছেন। এই ক্লাবের উন্নয়নের তিনি চেষ্টা করবেন। উক্ত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় হাজির ছিলেন প্রখ্যাত সাঁতারু প্রত্যয় ভট্টাচার্য, শ্বাশত দাস-সহ ক্লাবের কর্তা-ব্যক্তিরা।

হোটেলের লবিতে মহিলাকে শ্লীলতাহানি, প্রগতি ময়দান থানার জালে প্রৌঢ়: বিলাসবহুল হোটেলের লবিতে ব্রাজিলের ফুটবল দলকে কেন্দ্র করে যখন উন্মাদনা তুঙ্গে, ঠিক তখনই এক মহিলাকে আপত্তিকর স্পর্শ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটে বাইপাস সংলগ্ন প্রগতি ময়দান থানা এলাকার এক নামী বেসরকারি হোটেলে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ৫৬ বছর বয়সি এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারিণী মহিলা নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের বাসিন্দা। ৪ অক্টোবর রাত ১২টা ৩০ থেকে ১টার মধ্যে তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে নিয়ে উক্ত হোটেলের লবিতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় সেখানে ছিলেন ব্রাজিলের ফুটবল দলের সদস্যরাও।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিয়োগে দুর্নীতি রুখতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কড়া দাওয়াই

অশোক সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে যে নিয়োগ হয়েছে, তাতে অনিয়মের বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। এবার স্বচ্ছতার সঙ্গে সেই নিয়োগ হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

রবিবার কলকাতায় মৌলালি যুব কেন্দ্রে স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত এক সভাকক্ষে 'ডেন্টিস্ট্রি নেক্সট, লিডারশিপ কনক্লেভ' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে তিনি মঞ্চে পাশে বসা আরএসএস-এর স্বাস্থ্য সেলের আহ্বায়ক গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহাকে লক্ষ্য করে বলেন, গত এক দশক ধরে যথাযথ নিয়োগ হয়নি। আমাকে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে বলা হয়েছে। তা, তোমরা কি ২০১৭-তে আমাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করেছিলে?

এরপর স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, প্রার্থীতালিকায় পেন্সিলে চিহ্নিত নাম দেখে চিকিৎসকের নিয়োগ আর হবে না। আগের স্বাস্থ্য নিয়োগ পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ করবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। স্বচ্ছতা আনতে নির্দিষ্ট পরীক্ষা হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের (সিবিটি) মাধ্যমে। আগে চিকিৎসক নিয়োগে সাক্ষাৎকার-পর্বে গুরুত্ব দেওয়া হত। এখন ওই পর্বে নম্বর মোট বরাদ্দ ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর চেয়ে বেশি স্বচ্ছতা আর কীভাবে আনা সম্ভব?

বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি আরজি কর হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য হিসাবে কীভাবে অনিয়মের মাত্রা দেখেছেন, তার বিশদ তাঁর ভাষণে বলেন। রীতেশবাবু বলেন, বছরের পর বছর এর মাশুল দিতে হয়েছে রোগীদের। হাসপাতালের অধ্যক্ষ, এমএসভিপি, সুপারের কাছে প্রশ্ন করে সেখানে কী ধরণের, কত কর্মী আছে, তার উত্তর পাইনি। তাঁর পর জেনেছি এজেন্সির মারফৎ বেলগাছিয়া বস্তির ৭৫০ জনকে রাজনৈতিকভাবে ওখানে কাজ দেওয়া হয়েছিল। তারা হাসপাতালে এসে সই করে চলে যেত। তাঁদের কাছে ফুটপাথে রোগী পড়ে থাকার বিষয়টা মাত্রা পেত না। এখন নতুন সরকার আসার চার মাসের মধ্যে গত ৫০ বছরের এই অনিয়ম কী করে দূর হবে? আমাদের সরকারি পরিষেবার পরিকাঠামো আমরা নিজেরাই নষ্ট করেছি। রাজস্থানের সরকারি হাসপাতালে চমৎকার পরিষেবা পেয়েছি আমি। ওঁরা যদি দিতে পারে, আমরা কেন পারব না?

তৃণমূল বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী এদিন দন্ত চিকিৎসকদের প্রকাশ্যে ভগবানের সমতুল বলে মন্তব্য করে বলে, দাঁত উঁচু থাকায় অনেকে মনোকষ্টে ভোগেন। কেবল অভিনেত্রীরা নন, সাধারণ মানুষরাও। আজকাল দন্ত চিকিৎসকরা সহজে এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তাঁরা যদি এদিকে নজর দেন, অনেকে মনোবল পাবেন। অনুষ্ঠানে ছিল একাধিক টেকনিক্যাল সেশন। তাতে মঞ্চে পর্দায় দাঁতের নানা জটিল রোগের ছবি দেখিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আলোচনা করেন কেন, কিভাবে ওই অবস্থায় রোগের চিকিৎসা সম্ভব।

'বিধায়ক মশাই নিখোঁজ!' পাঁচ মাসেও দেখা নেই শামিম আহমেদের, মগরাহাট পশ্চিমে ক্ষোভে ফুঁসছে জনতা

দেবাশিস দে ● মগরাহাট

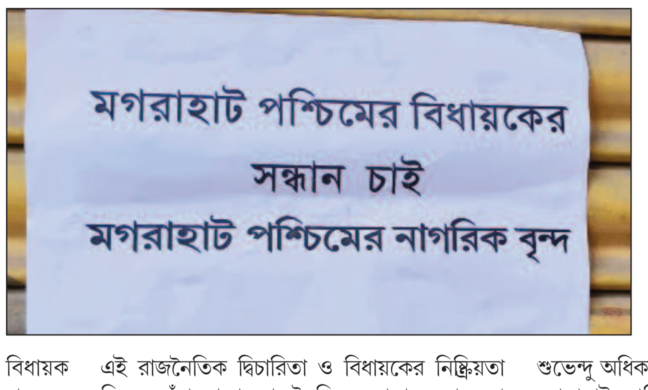

রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পাঁচ মাস অতিক্রান্ত। কিন্তু ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকে আজ পর্যন্ত নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্রে একবারের জন্যও পা রাখেননি মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদ। দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে বিধায়কের এহেন 'বেপাত্তা' থাকায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা দানা বাঁধছে। বিধায়কের দেখা না পেয়ে বিধানসভার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে এবং দেওয়ালে দেওয়ালে এখন একটাই প্রশ্ন ঝুলছে; 'বিধায়ক কোথায়?' জায়গায় জায়গায় পড়েছে 'বিধায়কের সন্ধান চাই' পোস্টার।

ভোটের আগে যাঁকে ঘিরে ছিল কর্মী-সমর্থকদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, মন্দির দর্শন আর ফুলের মালার বহর;আজ তিনিই যেন কর্পূরের মতো উবে গিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট এবং লোডশেডিংয়ের মতো একাধিক দৈনন্দিন নাগরিক সমস্যায় জর্জরিত গোটা এলাকা। প্রশাসনিক স্তরে বিধায়কের শংসাপত্র (এমএলএ সার্টিফিকেট), জরুরি সুপারিশ বা বিভিন্ন সরকারি কাজের জন্য সাধারণ মানুষ বিধায়ক কার্যালয়ে গিয়ে দেখছেন তালা ঝুলছে। তৃণমূলের এই রাজনৈতিক দ্বিচারিতা ও বিধায়কের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে চাঁচাছোলা রাজনৈতিক ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপির মগরাহাট পশ্চিমের এক নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ অধিকারী। তিনি বলেন, ভোটের আগে ধর্মীয় ভাবাবেগ উসকে মন্দিরে পুজো দিয়ে, গলায় মালা পরে যাঁরা শামিম আহমেদকে জিতিয়ে এনেছিলেন, আজ তাঁরা কোথায়? তৃণমূলের সেই নেতা-কর্মীদের বলব; লজ্জা থাকলে আগে আপনাদের বিধায়ককে খুঁজে এনে কার্যালয়ে বসান। বাংলায় শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে, আর মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক মানুষের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। জেতার পর পাঁচ মাস এলাকায় পা দেননি! সাধারণ মানুষ আজ রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ আর জরুরি সার্টিফিকেটের জন্য হাহাকার করছেন। তৃণমূলের রাজনীতি মানেই ভোটের আগে মিষ্টি কথা আর ভোটের পরে জনগণকে ছুড়ে ফেলা। বিধায়ক মহাশয় যদি দ্রুত এলাকায় ফিরে মানুষের সমস্যার সুরাহা না করেন, তবে বিজেপি এলাকার বঞ্চিত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিধায়ক কার্যালয় ঘেরাও করে বৃহত্তর গণ-আন্দোলনে নামবে।

এখন দেখার, চারিদিকে 'সন্ধান চাই' পোস্টার আর বিজেপির রাজনৈতিক আক্রমণের মুখে পড়ে বিধায়ক নিজ নির্বাচনী এলাকায় দেখা দেন, নাকি মানুষের সমস্যার খাতা এভাবেই বন্ধ পড়ে থাকে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ৫ অক্টোবর ২০২৬, ১৭ আশ্বিন ১৪৩৩, সোমবার

ফের উত্তপ্ত এসআরএফটিআই, চলল ইট-বৃষ্টি ও স্লোগান যুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার দুপুরে ফের রণক্ষেত্রের চেহারা নিল 'সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট' অর্থাৎ এসআরএফটিআই। আরএসএস-এর এক সংগঠনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া উত্তাপ এক সপ্তাহের মাথায় গড়ায় তীব্র সংঘর্ষ ও ইট-বৃষ্টিতে। প্রতিষ্ঠানের বন্ধ গেট ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা, স্লোগানযুদ্ধের ছোড়াছুড়িতে এলাকাজুড়ে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। লাঠি উঁচিয়ে আন্দোলনকারীদের সরাতে গেলে বিস্তর ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার। ওই দিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) অনুগামী সংগঠন 'অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত' বা 'এবিজিপি'-র একটি কর্মসূচি ছিল প্রতিষ্ঠান চত্বরে। সেই কর্মসূচির প্রতিবাদ করাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ বাধে। পড়ুয়াদের একাংশের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, এবিজিপি-র পক্ষ থেকেও পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে মারধরের পাল্টা অভিযোগ তোলা হয়।

প্রসঙ্গত, গত রবিবারের সেই অশান্তির রেশ টেনে এদিন প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ'। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সকাল থেকেই সতর্ক ছিল পঞ্চসায়র থানার পুলিশ। ইনস্টিটিউটের মূল ফটক থেকে বেশ কিছুটা দূরেই কাঠের ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়েছিল। পুলিশের কাছে আগাম খবর থাকায় বন্ধ রাখা হয়েছিল এসআরএফটিআই-এর সবক'টি প্রধান গেট। কিন্তু দুপুরের পর মিছিল পৌঁছতেই ভেস্তে যায় যাবতীয় নিরাপত্তা বলয়। পুলিশের তৈরি ব্যারিকেড ভেঙে হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে যান বিক্ষোভকারীরা। প্রতিষ্ঠান চত্বরের মূল গেটের সামনে পৌঁছে তা ধরে ঝাঁকাতে শুরু করেন 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চের' সদস্য-সমর্থকেরা।

চিৎকার করে গেট খুলে দেওয়ার দাবি তুলতে থাকেন তাঁরা। ওদিকে ক্যাম্পাসের ভেতরে নিরাপত্তা বজায় রেখে জমায়েত করেছিলেন পড়ুয়ারাও। মুহূর্তে দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয়ে যায় তীব্র যুদ্ধংদেহী স্লোগান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতেই আচমকা শুরু হয় ইট ও পাথর বৃষ্টি। পড়ুয়াদের অভিযোগ, গেটের বাইরে থেকে তাঁদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর ও ঢিল ছোড়া হতে থাকে। এমনকী, গেটে টাঙানো বিআর আম্বেডকরের পোস্টারও ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেও পড়ুয়ারা তাঁদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়েছে।

এই প্রসঙ্গে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের এক প্রতিনিধির জানান, 'গত রবিবার এই প্রতিষ্ঠানে ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবির উপর পা তুলে অবমাননা করেছিল দেশবিরোধী পড়ুয়ারা। ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। তারই প্রতিবাদে আমাদের এই অবস্থান। জাতীয়তাবাদীদের শক্তি কতখানি, তা আজ পড়ুয়াদের বুঝিয়ে দেওয়া গিয়েছে।'

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে তড়িঘড়ি ময়দানে নামে পুলিশ। গেটের সামনে জমে থাকা বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয়। কয়েকজন আন্দোলনকারীকে চড়াও হতে দেখে টেনেহিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তুলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতৃত্ব। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন রয়েছে। প্রাথমিক উত্তেজনা কিছুটা কমলেও চত্বরে থমথমে ভাব বজায় রয়েছে রবিবার বিকেলেও।

পুজোর আগে শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে চটকল শ্রমিকদের হাতে বোনাস

উত্তর ২৪ পরগনার প্রায় সব চটকলেই কড়া নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজো আসতে এখনও কয়েকদিন দেরি, তবে তার আগে রাজ্যের চটকল শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে তৎপর হল রাজ্য শ্রম দপ্তর। শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনার চটকলগুলিতে বোনাস দেওয়ার কাজ অনেকটাই এগিয়েছে বলেই দপ্তর সূত্রে জানান হয়। জেলার বেশিরভাগ চটকলে ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের বোনাস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও দু'টি চটকলে বোনাস দেওয়া বাকি। সেই দুই কারখানা কর্তৃপক্ষও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা দেওয়ার কথা জানিয়েছে। রাজ্য শ্রমদপ্তর সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনার প্রবর্তক জুট মিলস এবং জয় জুট ইন্ডাস্ট্রিজের গজমুখ ইউনিটে এখনও বোনাস দেওয়া হয়নি। দুই কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রম দপ্তরের এই বিষয়ে আলোচনা হয়। সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে শ্রমিকদের বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার কথা লিখিত ভাবে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

দুর্গাপুজোর আগে শ্রমিকদের হাতে বোনাসের টাকা পৌঁছে দিতে শুরু থেকেই নজর রেখে চলছিল শ্রম দপ্তর। কোনও কারখানায় বোনাস নিয়ে সমস্যা হলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত তা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংও বিষয়টি নিয়ে নিয়মিত খোঁজ

নিচ্ছেন। শুধু উত্তর ২৪ পরগনা নয়, গোটা রাজ্যের চটকলগুলিতেও দ্রুততার সঙ্গে বোনাস দেওয়ার কাজ চলছে। রাজ্যে মোট ১১১টি চটকল রয়েছে। তার মধ্যে ৫০টি চটকল ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হয়েছে। বড় চটকলগুলির বেশিরভাগই আগেই বোনাস মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে। চটকল ছাড়াও উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতেও বোনাস দেওয়ার কাজ চলছে। রাজ্যে মোট ২৮৫টি চা বাগান রয়েছে। তার মধ্যে ১০০টি বাগানে শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই বোনাসের টাকা পেয়েছেন। শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুজোর সময়ে কোনও শ্রমিক যাতে তাঁর প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করাই এখন মূল লক্ষ্য। যেসব চটকল বা চা বাগানে এখনও বোনাস দেওয়া হয়নি, সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলা হচ্ছে। দ্রুত বোনাস মেটানোর জন্য চাপও দেওয়া হচ্ছে। পুজোর আগে শ্রমিকদের হাতে বোনাস পৌঁছে দিতে শেষ পর্যন্ত নজরদারি চালিয়ে যাবে শ্রম দপ্তর। উত্তর ২৪ পরগনায় অধিকাংশ চটকলে বোনাস মিটে যাওয়ায় আপাতত পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক বলে মনে করছে শ্রম দপ্তর।

রবিবার পুজো মার্কেটিংয়ে নিউ মার্কেটে উপচে পড়া ভিড়। ছবি: অদিতি সাহা

মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা, জেলায় বাড়বে ঝড়-ঝঞ্ঝার দাপট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছুটির দুপুরে পুজোর কেনাকাটা করতে বেরিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়লেন আমজনতা। রবিবার ভরদুপুরে হঠাৎই কালো মেঘে ঢেকে যায় তিলোত্তমার আকাশ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মুষলধারে বৃষ্টি। সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। তবে কেবল কলকাতাই নয়, দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেও ছুটির দিনে বিঘ্নিত হয়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী কিছুদিন রাজ্যের নানা প্রান্তে এমন বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বুলেটিন অনুযায়ী, রবিবার দুপুরের পর থেকে কলকাতা ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের মোট ছ'টি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়া। বৃষ্টি চলাকালীন এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সেই সঙ্গে বজ্রপাতের সতর্কতাও জারি করেছেন আবহাওয়াবিদরা।

রবিবার সকাল থেকে অবশ্য

কলকাতার মেজাজ ছিল একদম বিপরীত। ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ দেখে কেনাকাটা ও অন্যান্য কাজে বাইরে বেরিয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু বেলা বাড়তেই বদলে যায় ছবিটা। কালচে মেঘে ছেয়ে যায় চারপাশ, শুরু হয় মেঘের ডাক। দেখতে দেখতে দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যাদবপুর, বেহালা, কসবা ও গড়িয়াহাটে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। জল জমে যায় নিচু এলাকাগুলিতে। তুলনায় কিছুটা কম বৃষ্টি দেখা গিয়েছে উত্তর ও মধ্য কলকাতার ধর্মতলা, শিয়ালদহ, শ্যামবাজার, বাগবাজার কিংবা বরানগরে। তবে কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালানোর পর বৃষ্টির দাপট কমলে ফের রোদের দেখা মেলে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আপাতত কিছুদিন ধরে এমনই দফায় দফায় আকাশ মেঘলা হওয়া এবং বৃষ্টির পর্ব চলতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়ার পরিস্থিতি আরও বেশি আশঙ্কাজনক। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, সেখানে ঝড়বৃষ্টির দাপট বেশ কিছুটা বেশি থাকবে। রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে টানা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিশেষ করে রবিবার জলপাইগুড়ির একাধিক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পঙে সোমবার পর্যন্ত এবং উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহে আগামী বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বজায় থাকবে। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের জন্য আগামী কয়েক দিনের আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আজ সপ্তাহের শুরুতে দক্ষিণের জেলাগুলিতে বৃষ্টির জন্য নতুন করে কোনও আলাদা

পঞ্চসায়রে ফ্ল্যাট থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার, উদ্ধার সুইসাইড নোট ও নগদ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবারের শান্ত সকালে হঠাৎই হাহাকার ও চাঞ্চল্য কলকাতার পঞ্চসায়র এলাকায়। বন্ধ ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে প্রবীণ দম্পতির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় শোরগোল পড়ে গেল গোটা এলাকায়। মৃতেরা হলেন অসিত আঁশ (৬৭) এবং তাঁর স্ত্রী মন্দিরা আঁশ (৬০)। ফ্ল্যাট থেকে পুলিশ একটি সুইসাইড নোট এবং নগদ ১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, দীর্ঘদিনের শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক অবসাদ এবং তীব্র আর্থিক অনটনের জেরেই এই মর্মান্তিক পরিণতি। তবে এটি যৌথ আত্মহত্যার ঘটনা, নাকি স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে বা ঘুমের ওষুধ দিয়ে খুনের পর স্বামী আত্মঘাতী হয়েছেন তা খতিয়ে দেখছে পঞ্চসায়র থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চসায়রের ওই ফ্ল্যাটে অসিতবাবু ও তাঁর স্ত্রী মন্দিরাদেবী দু'জনেই একাই থাকতেন। কাছাকাছি এলাকাতেই থাকেন তাঁদের নিকট আত্মীয়রা। রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ আত্মীয়রা তাঁদের খোঁজ নিতে ওই ফ্ল্যাটে আসেন। এসে একাধিকবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ও ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়া যায়নি। ভেতর থেকে দরজা শক্ত করে বন্ধ ছিল। সন্দেহ বাড়ায় আত্মীয়রা ফ্ল্যাটের পেছনের জানালার দিকে যান। জানালার ফাঁক দিয়ে গৃহকর্তা অসিতবাবুকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েই শিউরে ওঠেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় স্থানীয় পঞ্চসায়র থানায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। তারা এসে ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় অসিতবাবুকে উদ্ধার করা হয় এবং বিছানায় নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় স্ত্রী মন্দিরাদেবীকে। দু'জনকেই দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

তদন্তে নেমে ঘর তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ একটি সুইসাইড নোট

উদ্ধার করে। এছাড়া ঘর থেকে নগদ ১ লক্ষ টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সুইসাইড নোটে মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট করেনি পুলিশ। প্রতিবেশীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, দম্পতি দু'জনেই বেশ কিছু দিন ধরে মারাত্মক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি মন্দিরাদেবী আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন। চিকিৎসা চালাতে গিয়ে তাঁদের সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসছিল। একদিকে শারীরিক যন্ত্রণা, অন্যদিকে সংসার চালানো ও চিকিৎসার খরচ জোগাতে গিয়ে গভীর আর্থিক অনটনে পড়েন তাঁরা। জোড়া চাপে মানসিক অবসাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়।

তদন্তকারীদের অনুমান, মৃত্যুর নেপথ্যে একাধিক সম্ভাবনা থাকতে পারে। হয়তো দু'জনে মিলে আলোচনার মাধ্যমেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অথবা মন্দিরাদেবীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বা অন্যভাবে খুন করার পর নিজে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন অসিতবাবু। এই প্রসঙ্গে পঞ্চসায়র থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে এলেই জানা যাবে মন্দিরার মৃত্যু কীভাবে হয়েছে এবং মৃত্যুর সঠিক সময় কখন ছিল।'

লন্ডন ট্র্যাভেল মার্টে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ, পর্যটনে জোর রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গকে আরও সামনে থেকে তুলে ধরতে একাধিক পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। আগামী ডিসেম্বর মাসে সুদূর লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে লন্ডন ট্রাভেল মার্ট। আর সেখানে এই প্রথমবার অংশ নেবে পশ্চিমবঙ্গ। শুধু লন্ডন নয়, বিশ্বের ছ'টি বড় দেশের পর্যটন মেলায় ধাপে ধাপে রাজ্যের নিজস্ব কাউন্টার বা স্টল খোলার পরিকল্পনা করছে রাজ্য পর্যটন দপ্তর।

জলপাইগুড়ির চালসার একটি বেসরকারি রিসর্টে ট্যুর অপারেটর এবং পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে এই কথা জানান রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবির কথাও শোনেন তিনি। এই বৈঠকে ব্যবসায়ীরা বন দপ্তর সংক্রান্ত সমস্যা, বিদ্যুৎ, পরিকাঠামো এবং জমি নিয়ে জটিলতার বিষয়টি তুলে ধরেন। জঙ্গল এলাকায় পর্যটকদের প্রবেশের টিকিট ব্যবস্থা এবং প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রগুলির সংস্কারের দাবিও জানান তাঁরা। পর্যটন মন্ত্রী তাঁদের সমস্যাগুলি লিখিতভাবে জমা দিতে বলেন। আগামী দু'মাসের মধ্যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন ওই বৈঠকে। রি প্রসঙ্গে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানান, শুধু কোনও একটি মরসুমকে কেন্দ্র করে পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে না রাজ্য। সারা বছর যাতে পর্যটকরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আসেন, সেই লক্ষ্য নিয়েই রাজ্যের প্রতিটা জেলা ধরে জেলাভিত্তিক একাধিক বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। পর্যটকদের কাছে নতুন নতুন জায়গা তুলে ধরার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যটন ব্যবসাকেও শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে আছে পুরুলিয়ায় পলাশ উৎসব। আবার পাহাড়ি পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে সান্দাকফু থেকে মেঘমা পর্যন্ত ভিন্টেজ কার র‍্যালির আয়োজনের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে।

ভুয়ো মেসেজ দেখিয়ে সোনা হাতানোর চাল, পুলিশি জালে মহিলা প্রতারক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিজিটাল পেমেন্টের যুগে প্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে একের পর এক সোনার দোকানে প্রতারণার জাল বিস্তার করেছিল সে। অবশেষে শেষ রক্ষা হল না। মোবাইলে ব্যাঙ্কের 'পেমেন্ট সাকসেসফুল'-এর ভুয়ো মেসেজ দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করল এক মহিলাকে। ধৃতের নাম মধুরিমা দাস। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ তাকে চৌহাটি এলাকা থেকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতের বিরুদ্ধে রাজারহাট, খড়দহ, বাদুড়িয়া সহ একাধিক থানার এলাকায় একই কায়দায় প্রতারণা জানানোর অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরেই কলকাতা সংলগ্ন শহরতলির বিভিন্ন সোনার দোকানকে নিশানা করছিল ওই মহিলা। প্রতারণার ফাঁদ পাততে সে বেশ সুচতুর কৌশল অবলম্বন করত। প্রথমে যে কোনও এলাকার একটি নামজাদা বা মাঝারি মাপের সোনার দোকান চিহ্নিত করে বেশ কিছুদিন ধরে সেখানে 'রেইকি' চালাত সে। দোকানের ভিড়ভাট্টা, বেচাকেনার নিয়ম ও অনলাইন পেমেন্টের ব্যবস্থার ওপর নজর রাখত। এরপর কায়দা করে ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকতেন তিনি। অন্যান্য সাধারণ ক্রেতাদের মতোই সোনার গয়না পছন্দ করার পর দাম মেটানোর সময় মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর নাটক করত মধুরিমা। নিজের মোবাইলের স্ক্রিনে আগে থেকে তৈরি করে রাখা বা বিশেষ কারচুপির মাধ্যমে প্রস্তুত করা 'পেমেন্ট সাকসেসফুল'-এর ভুয়ো মেসেজ তুলে ধরত দোকানির সামনে। সেই মেসেজ দেখেই অনলাইনে টাকা জমা পড়ে গিয়েছে ভেবে অনেক ব্যবসায়ীই গয়না বুঝিয়ে দিতেন তার হাতে। গয়না হাতে পেতেই দ্রুত চম্পট দিত ওই মহিলা। পরবর্তীতে হিসেব মেলাতে গিয়ে ব্যবসায়ীরা যখন দেখতেন যে ব্যাঙ্কে কোনও টাকাই জমা পড়েনি, ততক্ষণে প্রতারক এলাকা ছেড়ে উধাও।

সম্প্রতি নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত একটি সোনার দোকানের মালিক এই সংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ও মোবাইল টাওয়ার লোকেশন বিশ্লেষণ করে ঘটনার তদন্তে নামে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতকে ধরার জন্য জাল ফেলা হয়। এর মধ্যেই চৌহাটি এলাকার একটি সোনার দোকানে একই কায়দায় ভুয়ো মেসেজ দেখিয়ে গয়না হাতানোর চেষ্টা চালায় ওই মহিলা। তবে ততক্ষণে পুলিশ ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সতর্ক ছিলেন। হাতেনাতে তাকে পাকড়াও করে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে।

তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, এই মহিলা কোনও সাধারণ অপরাধী নয়। সোনার দোকানগুলিতে রেইকি করা থেকে শুরু করে অনলাইন পেমেন্টের কৌশল বানানো। আর পুরোটাই সে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিচালনা করত। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া, খড়দহ এবং রাজারহাটের বেশ কিছু সোনার দোকানেও সম্প্রতি এমন প্রতারণা ঘটেছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, শহরতলির দোকানগুলিতে সাধারণত অনলাইন ট্রানজ্যাকশন সঙ্গে সঙ্গে চেক করার প্রবণতা কম থাকে, আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগাত ধৃত। এটি কোনও বড়সড় সংগঠিত আন্তঃজেলা প্রতারক চক্রের কাজ কি না এবং এই মহিলার নেপথ্যে আর কোনও মাস্টারমাইন্ড রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জেরা করা হচ্ছে।

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর সোনারপুর উত্তর স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির সম্পাদক রতন মালাকার সাধারণ ও গোষ্ঠীভুক্ত ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে এক সতর্কবার্তা জারি করেছেন। তিনি জানান, 'আজকাল ডিজিটাল জালিয়াতি মারাত্মক রূপ নিয়েছে। কেবল ক্রেতার মোবাইলের স্ক্রিনে পেমেন্ট সফল হওয়ার মেসেজ দেখে বিশ্বাস করা একেবারেই উচিত নয়। নিজেদের ব্যাঙ্কের অফিশিয়াল মেসেজ বা অ্যাপে টাকা জমা হওয়ার বিষয়টি একশো শতাংশ নিশ্চিত করার পরেই যেন গয়না হস্তান্তরিত করা হয়।' পাশাপাশি দোকানে দোকানে পে-সাউন্ডবক্স ব্যবহারের পরামর্শও দিয়েছে ব্যবসায়ী সমিতি।

পুজোর দিনগুলিতে যানজট এড়াতে কড়া ট্র্যাফিক বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা পৌঁছে দেওয়ার কাজও জোরকদমে শুরু হতে চলেছে। উৎসবের দিনগুলিতে তিলোত্তমার রাস্তায় উপচে পড়া ভিড় এবং যানজটের আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে আগেভাগেই ব্যাপক যান নিয়ন্ত্রণের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে ফেলল কলকাতা পুলিশ। মসৃণ ট্র্যাফিক পরিষেবা বজায় রাখতে আগামী ৮ অক্টোবর দুপুর থেকে ১৬ অক্টোবর ভোর পর্যন্ত শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় কার্যকর থাকবে বিশেষ ট্র্যাফিক ব্যবস্থা। এই দিনগুলিতে মূলত প্রতিমা বহনকারী যান এবং ভারী পণ্যবাহী গাড়ির গতিবিধি শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে লালবাজার সূত্রে খবর।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে রবীন্দ্র সরণির দিকে যাওয়া গাড়িগুলির জন্য নির্দিষ্ট রুট ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিমাবাহী গাড়িগুলিকে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট এবং অরবিন্দ সরণি দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি কুমোরটুলি থেকে বেরোনোর সময় ব্যবহার করতে হবে মদনমোহনতলা, বাগবাজার স্ট্রিট ও স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড। যানজট

এড়াতে এই নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিমাবাহী গাড়ি ছাড়া অন্য কোনও পণ্যবাহী লরিকে রবীন্দ্র সরণিতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বিকল্প পথ হিসেবে সাধারণ পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে স্ট্র্যান্ড রোড, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, বি কে পাল অ্যাভিনিউ, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ ও গিরিশ অ্যাভিনিউ দিয়ে চলাচল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে, ঠাকুর নিয়ে যাওয়া গাড়ির চলাচলে যাতে কোনও বাধা না তৈরি হয়, তার জন্য শোভাবাজার স্ট্রিট থেকে ডিসি ব্যানার্জি রোডের মধ্যবর্তী স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোডে সব ধরনের গাড়ি পার্কিং পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উৎসবের দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে আগামী ১৩ অক্টোবর (তৃতীয়া) থেকে শহরের আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ধাপে ধাপে কড়া যান নিয়ন্ত্রণ শুরু করবে পুলিশ। নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে পণ্যবাহী লরি ও গাড়ি চলাচল পুরোপুরি বন্ধ রাখা হবে। তবে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহনগুলিকে যেমন অ্যাম্বুল্যান্স, দুধ ও ওষুধের গাড়ি এই বিধিনিষেধের আওতা থেকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

মহালয়ার দিন ভোর থেকেই গঙ্গার বিভিন্ন ঘাট সংলগ্ন এলাকা এবং স্ট্র্যান্ড রোডে জারি থাকবে বিশেষ ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ। এছাড়া পুজোর দিনগুলিতে যানজট মুক্ত রাস্তা রাখতে একাধিক শপিং জোন ও মণ্ডপ সংলগ্ন রাস্তায় নো-পার্কিং জোন ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিমা বিসর্জনের সময়ও শহরের ট্র্যাফিক সচল রাখতে আলাদা ব্যবস্থা নিচ্ছে লালবাজার।

সম্পাদকীয়

বেসরকারি স্কুলগুলির এই নিরাপত্তা, আড়ম্বর, সবটাই কি লোকদেখানো?

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ভয়ঙ্কর ঘটনা নাড়িয়ে দিয়ে গেছে গোটা বাংলাকে। কলকাতা শহরের একটা নামী-দামী ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্কুলের ক্লাসরুমের ঘটনায় গোটা রাজ্যের সুস্থ ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কার্যত হতবাক। এমন দিন দেখতে হবে কে আর কবে ভেবেছিল। ক্লাসে পড়ুয়ারা একসঙ্গে পড়াশোনা করবে, পড়ার ফাঁকে খেলবে, বন্ধুত্ব হবে, ঝগড়াঝাঁটি হবে, সময় বিশেষে মারামারি হবে, শিক্ষকরা বকাঝকা করবেন। ব্যস, গোটা বিষয়টা কিন্তু ওখানেই শেষ। এর কোনও রেশ থাকে না। অভিভাবকরাও এসব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। তারাও সকাল হলে পরম নিশ্চিন্তে তাদের ঘরের সবচেয়ে ক্ষ্মমূল্যবান সম্পত্তিক্ষ্ম টি শিক্ষকদের ভরসায় স্কুলে পাঠিয়ে দেন। শুধু একটা বিশ্বাস থেকে যে, বাচ্চাগুলো স্কুলে অন্তত নিরাপদ। কিন্তু সেই বিশ্বাসটাও যে এখন ভাঙতে বসেছে। এখন, প্রশ্ন, অভিভাবকরা তাহলে আর কোন ভরসায় ও কাদের ভরসায় ছেলেমেয়েগুলোকে স্কুলে পাঠাবেন? ক্লাসরুমের মধ্যেই এক ছাত্রের ওপর চড়াও হচ্ছে তারই এক সহপাঠী, তাও আবার ধারালো ছুরি নিয়ে, ভাবা যায়? সেটাও আবার ক্লাসে শিক্ষকের উপস্থিতিতে। এখানে প্রথম প্রশ্ন ছুরি এল কোথা থেকে? সেটা নিশ্চয় আগে থেকে আনা হয়েছিল। স্কুলের ক্লাসরুমে তো আর ছুরি থাকার কথা নয়। তার মানে গোটা ঘটনাটা পরিকল্পনা করেই করা হয়েছিল। কোনও ঘটনার তাত্‌ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এটা নয়। তাহলে তো আরও বড় প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে, দু'জন ক্লাস নাইনের সহপাঠীর মধ্যে কী এমন শত্রুতা হওয়া সম্ভব যে একজন আর একজনের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালাতে পারে? ভাবলেই শিউরে উঠছেন রাজ্যের তামাম অভিভাবককুল। এখানে আরও একটা বড় প্রশ্ন হল, সরকারি স্কুলের কথা না হয় বাদ দিলাম, বেসরকারি স্কুলগুলিতে তো হাজারো নিয়ম কানুন, নিরাপত্তারক্ষীর ছড়াছড়ি। সেখানে তাহলে কীভাবে ঘটল এই ঘটনা? অস্ত্র নিয়ে কীভাবে ঢুকল ওই পড়ুয়া? প্রশ্ন তুলছেন অভিভাবকরা। তাহলে কী বলতে হবে বেসরকারি স্কুলের এই ঢক্কানিনাদ কি সবটাই দেখানোর জন্য?

শব্দছক ২৮৫

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. বিস্ময় উৎপাদন ৩. পাহাড়ি বৃক্ষ ৫. অনভিজ্ঞ ৬. লজ্জা ৮. জানোয়ার ১০. হুমায়ুনের পিতা ১২. গণেশ ঠাকুর ১৪. নদীর পুংলিঙ্গ ১৫. যা দিয়ে মানুষ চেনা যায় ১৬. লবণ ব্যবসায়ী ১৮. অশেষ ১৯. ফিকির ২০. মোটা দড়ি ২২. মধুর জন্য মৌমাছির আস্তানা ২৩. ক্রোধ ২৪. বিশাল আকৃতির মাল্য

ওপর-নিচ: ১. জ্ঞানী ২. নলের মত সরু হাড় ৪. গুহা ৫. অভাবযুক্ত ব্যক্তি ৭. স্বীকারোক্তি ৮. পয়া ৯. পায়রা ১১. বদন-যুক্ত ১৩. বিভিন্ন ১৬. লম্ফ ১৭. নেতাজীর জন্মশহর ১৮. যা ধরা যায়নি ২১. চ্যাপটা ধরনের সব্জি ২২. কুঁড়ে ঘরের মস্তক-ছাউনি

সমাধান ২৮৪ — পাশাপাশি: ১. নাচ ৩. জবাব ৬. বিলাপ ৮. প্রথা ৯. বিরতি ১০. চামচ ১২. হাল ১৩. পাপ ১৪. মহামারি ১৬. হীরক ১৮. ধন ১৯. ললিতা ২১. অদম্য ২২. খাপ

ওপর-নিচ: ১. নাবিক ২. চলা ৪. বাহারি ৫. কথা ৭. পরম ৮. প্রতিহারি ১০. চাপহীন ১১. চমকপ্রদ ১৫. মাদল ১৭. প্রতাপ ১৮. ধরা ২০. লিখা

আজকের দিন

■ ২০০০ — সার্বিয়ায় ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান ও বিক্ষোভ স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি স্লোবোদান মিলোসেভিচকে ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য করে।

■ ২০১১ — অ্যাপল-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, দূরদর্শী এবং প্রযুক্তি জগতের অগ্রদূত স্টিভ জবস ৫৬ বছর বয়সে মারা যান।

জন্মদিন

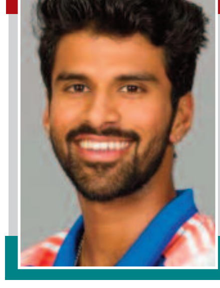

১৯৬৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শতাব্দী রায়ের জন্মদিন।*

১৯৯৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়াশিংটন সুন্দরের জন্মদিন।*

ওয়াশিংটন সুন্দর

মানসিক বিবর্তন; সত্যিই কি আমরা সভ্য?

বেবি চক্রবর্তী

সভ্যতা কোনো সনদ নয়, কোনো ডিগ্রি নয়, কোনো বিলাসবহুল জীবনযাপনও নয়। সভ্যতা হল আচরণ। সভ্যতা হলো দায়িত্ববোধ। সভ্যতা হলো অন্য মানুষের অস্তিত্ব ও অধিকারকে সম্মান করা। দারিদ্র্য থাকতেই পারে। অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকতেই পারে। একটি দেশ উন্নয়নের পথে থাকতেই পারে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যদি যুক্তিবোধ, পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলা এবং নাগরিক দায়িত্ববোধ ক্রমশ বাড়ে, তাহলে সেই সমাজও এগিয়ে যেতে পারে। তাই পরিবর্তনের অপেক্ষায় বসে থাকার চেয়ে আজ থেকেই একটি ছোট প্রশ্ন করা যাক; 'আমি আমার দেশকে কতটা সভ্য করতে পেরেছি?' হয়তো পরিবর্তন শুরু হবে সেখান থেকেই।

মানসিকতার পরিবর্তন, কুসংস্কার, শিক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার প্রশ্ন আমরা প্রায়ই নিজেদের দেশকে সভ্য, উন্নত ও আধুনিক বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসি। বড় বড় রাস্তা হয়েছে, উঁচু উঁচু বাড়ি উঠেছে, হাতে এসেছে স্মার্টফোন, ইন্টারনেট পৌঁছে গেছে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। মানুষ মহাকাশ নিয়ে আলোচনা করে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কথা বলে, বিদেশে পড়াশোনা ও চাকরির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যায়; সভ্যতা কি শুধু প্রযুক্তি, অর্থনীতি আর বড় বড় অট্টালিকার নাম?

একজন মানুষ কতটা শিক্ষিত, তার হাতে কত দামি ফোন আছে, সে কোন গাড়িতে চড়ে;এসব দিয়ে কি তার সভ্যতা মাপা যায়?

সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় হয়তো আরও গভীরে। একজন মানুষ রাস্তায় ময়লা ফেলেন কি না, অন্যের অধিকারকে সম্মান করেন কি না, দুর্বল মানুষের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন, নারীকে মানুষ হিসেবে সম্মান করেন কি না, কুসংস্কারকে প্রশ্ন করার সাহস রাখেন কি না, আইন ও সামাজিক নিয়ম নিজের সুবিধার জন্য ভাঙেন কি না;এসব ছোট ছোট আচরণের মধ্যেই একটি সমাজের প্রকৃত চেহারা ফুটে ওঠে।

দারিদ্র্য কি অসভ্যতার কারণ?

বিদেশে গেলেই আমরা অনেক সময় দেখি;সেখানেও দরিদ্র মানুষ আছে। অনেক দেশে গৃহহীন মানুষ আছে, বেকার মানুষ আছে, অভিবাসী শ্রমিক আছে, নিম্ন আয়ের পরিবার আছে। কিন্তু দারিদ্র্য এবং নাগরিক আচরণ সবসময় একই বিষয় নয়।

একজন মানুষ দরিদ্র হতে পারেন, কিন্তু তিনি রাস্ত স্তায় যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলবেন না। তিনি অন্যের সম্পত্তি নষ্ট করবেন না। লাইনে দাঁড়ানোর নিয়ম মানবেন। পাবলিক স্পেসকে নিজের বাড়ির মতোই যত্ন করবেন। অন্য মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান করবেন।

আবার বিপরীত ঘটনাও দেখা যায়। একজন মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থান ভালো হলেও তিনি প্রকাশ্যে থুতু ফেলতে পারেন, রাস্তার পাশে প্লাস্টিক বা খাবারের প্যাকেট ফেলে দিতে পারেন, ট্রাফিক আইন অমান্য করতে পারেন কিংবা নিজের সামান্য সুবিধার জন্য অন্য শত মানুষের অসুবিধা তৈরি করতে পারেন। তাই দারিদ্র্য আর অসভ্যতা এক জিনিস নয়।

দারিদ্র্য অর্থনৈতিক সমস্যা। কিন্তু নাগরিক আচরণ, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস অনেকটাই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক পরিবেশ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।

শিক্ষা আছে, কিন্তু শিক্ষিত মানসিকতা আছে কি?

আমাদের সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। বহু মানুষ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। কিন্তু শিক্ষার অর্থ কি শুধু পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া?

একজন মানুষ যদি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেও গুজব বিশ্বাস করেন, চিকিৎসার পরিবর্তে অন্ধ কুসংস্কারের ওপর নির্ভর করেন, অন্যের ধর্ম বা মতামতকে অপমান করেন, পরিবেশ নষ্ট করেন কিংবা নিজের দায়িত্বকে এড়িয়ে যান, তাহলে তার শিক্ষার সামাজিক মূল্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু চাকরি পাওয়া নয়; চিন্তা করার ক্ষমতা তৈরি করাও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কেন একটি ঘটনা ঘটছে;এই প্রশ্ন করা, প্রমাণ খোঁজা, ভুল স্বীকার করা, যুক্তি গ্রহণ করা এবং নিজের বিশ্বাসকেও প্রয়োজনে পুনর্বিবেচনা করা;এসবই শিক্ষিত মানসিকতার লক্ষণ। আমাদের দরকার এমন শিক্ষা, যা মানুষকে শুধু পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখতে শেখাবে না; বরং বাস্তব জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখাবে।

কুসংস্কার বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির সংঘাত

কুসংস্কার পৃথিবীর বহু সমাজেই রয়েছে। কোনো একটি দেশ বা জাতির একার সমস্যা নয়। মানুষের অজানা বিষয়কে বোঝার চেষ্টা, ভয়, সামাজিক প্রথা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা বিশ্বাস থেকে অনেক কুসংস্কারের জন্ম হয়েছে। সমস্যা তখনই গুরুতর হয়, যখন কুসংস্কার মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, অধিকার বা ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে।

অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে অলৌকিক সমাধানের ওপর নির্ভর করা, কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাকে অমঙ্গলের লক্ষণ মনে করে মানুষকে দোষী করা, জন্ম বা লিঙ্গের ভিত্তিতে শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা;এসবের সামাজিক ক্ষতি হতে পারে। তবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই মানে মানুষের বিশ্বাসকে অপমান করা নয়। বরং দরকার যুক্তি, বিজ্ঞানমনস্কতা ও সচেতনতা। কাউকে বলা;তুমি বোকা, তাই এটা বিশ্বাস করদ;সমস্যার সমাধান করে না। বরং প্রশ্ন করতে শেখানো, তথ্য দেওয়া এবং বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো অনেক বেশি কার্যকর।

পরিচ্ছন্নতা শুধু ঝাড়ু দেওয়ার বিষয় নয়

পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি। রাস্তা পরিষ্কার চাই, শহর পরিষ্কার চাই, নদী পরিষ্কার চাই। কিন্তু একটি শহর শুধু পৌরসভার কর্মীরা পরিষ্কার রাখবেন;এমন ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ধরুন, সকালে একটি রাস্তা পরিষ্কার করা হল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে মানুষ প্লাস্টিকের কাপ, পানির বোতল, খাবারের প্যাকেট, সিগারেটের অবশিষ্টাংশ বা অন্যান্য আবর্জনা ফেলে দিলেন। তাহলে দায়টা কার?

শুধু প্রশাসনের? না। নাগরিকেরও। পরিচ্ছন্ন শহর তৈরি হয় পরিচ্ছন্ন মানসিকতা থেকে। নিজের বাড়ির সামনে ঝকঝকে রাখলাম, কিন্তু বাড়ির বাইরে ময়লা ফেলে দিলাম; এটা পরিচ্ছন্নতা নয়। নিজের ঘর পরিষ্কার রেখে রাস্তাকে নোংরা করা আসলে পরিচ্ছন্নতার ধারণাটাকেই অসম্পূর্ণ করে দেয়। আমাদের বুঝতে হবে, রাস্তা, পার্ক, ফুটপাত, নদী, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড;এসবও আমাদের সম্মিলিত সম্পদ।

'আমার বাড়ি পরিষ্কার'; এর বাইরে যেতে হবে

আমাদের সামাজিক সংস্কৃতিতে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ওপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমরা নিজের বাড়ি পরিষ্কার করি, পোশাক পরিষ্কার রাখি, অতিথি এলে ঘর সাজাই। কিন্তু পাবলিক স্পেসের ক্ষেত্রে অনেক সময় একই সচেতনতা দেখা যায় না। এখানেই নাগরিক সংস্কৃতির প্রশ্ন আসে। যে মানুষ নিজের ঘরে ময়লা ফেলেন না, তিনি কেন রাস্তায় ফেলবেন?

যে মানুষ নিজের বাথরুম নোংরা রাখতে চান না, তিনি কেন পাবলিক টয়লেট নোংরা করবেন?

যে মানুষ নিজের বাড়ির দেয়ালে দাগ পছন্দ করেন না, তিনি কেন সরকারি ভবনের দেয়ালে পোস্টার বা লেখা লাগাবেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের নিজেদের কাছেই খুঁজতে হবে।

বিদেশে সবকিছু নিখুঁত নয়

বিদেশের সমাজকে আদর্শ হিসেবে দেখার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা দরকার। কোনো দেশই নিখুঁত নয়। উন্নত দেশগুলিতেও অপরাধ আছে, বৈষম্য আছে, দারিদ্র্য আছে, গৃহহীনতা আছে, সামাজিক সমস্যা আছে। কিছু সমাজে নাগরিক নিয়ম, জনপরিসরের ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং আইন মানার সংস্কৃতি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী হতে পারে। এর পেছনে শুধু মানুষের তভালো চরিত্রদ নয়;কার্যকর প্রতিষ্ঠান, নিয়মের প্রয়োগ, দীর্ঘদিনের সামাজিক অভ্যাস, শিক্ষা এবং নাগরিক অবকাঠামোরও ভূমিকা থাকে।

আমরা যদি অন্য দেশের কোনো ভালো দিক অনুসরণ করতে চাই, তাহলে শুধু মানুষকে দোষ দিলে হবে না। ব্যবস্থাকেও উন্নত করতে হবে এবং নাগরিককেও দায়িত্বশীল হতে হবে।

মানসিকতার পরিবর্তন কি সম্ভব?

অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু মানসিকতার পরিবর্তন একদিনে হয় না। একটি শিশুকে ছোটবেলা থেকেই যদি শেখানো হয়;তময়লা যেখানে-সেখানে ফেলবে নাদ, তলাইনে দাঁড়াবেদ, তঅন্যের কথা শুনবেদ, তমেয়েরা ও ছেলেরা সমান মর্যাদার মানুষদ, তপ্রমাণ ছাড়া কোনো কথা বিশ্বাস করবে নাদ, তজনসাধারণের সম্পত্তি নিজের সম্পত্তির মতো রক্ষা করবেদ;তাহলে তার মধ্যে নাগরিকবোধ গড়ে উঠতে পারে।

পরিবারের পাশাপাশি স্কুলেরও বড় ভূমিকা আছে। স্কুলে শুধু বই পড়িয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি দিলে হবে না। শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের নাগরিক দায়িত্ব শেখাতে হবে। পরিচ্ছন্নতা অভিযান, পরিবেশ সচেতনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, সামাজিক সহমর্মিতা;এসবকে শিক্ষার অংশ করা যেতে পারে।

আইন আবর্জনা ফেলে এবং কোনো ফল না হয়, তাহলে নিয়মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমতে পারে। আবার নিয়ম যদি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয় এবং প্রশাসন ধারও গুরুত্বপূর্ণ

শুধু মানুষের বিবেকের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিলেও হবে না। যেখানে নিয়ম আছে, সেখানে তার বাস্তব প্রয়োগও দরকার।

যদি কেউ প্রকাশ্যে আবর্জনা ফেলে এবং কোনো ফল না হয়, তাহলে নিয়মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমতে পারে। আবার নিয়ম যদি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয় এবং প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে তা প্রয়োগ করে, তাহলে ধীরে ধীরে আচরণেও পরিবর্তন আসতে পারে।

তবে আইন মানানো শুধু জরিমানা করার বিষয় নয়। পর্যাপ্ত ডাস্টবিন, বর্জ্য সংগ্রহ, পাবলিক টয়লেট, নিরাপদ পানীয় জল, ফুটপাত, সুশৃঙ্খল পরিবহন;এসব নাগরিক অবকাঠামোও প্রয়োজন।

একজন মানুষকে যদি ময়লা ফেলার সঠিক ব্যবস্থা দেওয়া না হয়, তারপর শুধু তাকে দোষারোপ করলে সমস্যার পুরো সমাধান হবে না।

সভ্যতা আসলে কোথায়?

সভ্যতার পরীক্ষা বড় অনুষ্ঠানে নয়, প্রতিদিনের ছোট আচরণে। ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়ানো। বয়স্ক মানুষকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা। বাসে বা ট্রেনে অন্যের জন্য সামান্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া। লাইনে নিজের পালা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। রাস্তায় ময়লা না ফেলা।পানির অপচয় না করা।

সরকারি সম্পত্তি নষ্ট না করা। নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সম্মান দেখানো।

গুজব ছড়ানোর আগে তথ্য যাচাই করা। অন্যের মতামত নিজের মতের সঙ্গে না মিললেও তার কথা শোনার অধিকারকে সম্মান করা।

এসব কোনো অসাধারণ কাজ নয়। কিন্তু এগুলোই একটি সমাজকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করতে পারে।

আমরা কবে বদলাব?

সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর কোনো নির্দিষ্ট তারিখে দেওয়া সম্ভব নয়। দেশ বদলাবে তখনই, যখন মানুষ বুঝবে; দেশ মানে শুধু সরকার নয়; দেশ মানে আমিও।

আমরা যদি ভাবি তসরকার সব করবেদ, তাহলে পরিবর্তন অসম্পূর্ণ থাকবে। আবার সরকার যদি ভাবে শুধু নাগরিকেরাই দায়ী, তাহলেও সমস্যা মিটবে না।

পরিবর্তনের জন্য দরকার তিনটি জিনিস; দায়িত্বশীল নাগরিক, কার্যকর প্রতিষ্ঠান এবং মানসম্মত শিক্ষা।

একজন নাগরিক তার আচরণ দিয়ে পরিবর্তন শুরু করতে পারেন। একটি পরিবার সেই আচরণ শিশুর মধ্যে তৈরি করতে পারে। একটি স্কুল সেটিকে শিক্ষার অংশ করতে পারে। প্রশাসন উপযুক্ত অবকাঠামো ও আইন প্রয়োগ করতে পারে। এভাবেই ছোট ছোট পরিবর্তন একসময় বড় সামাজিক পরিবর্তনে রূপ নিতে পারে।

'আমরা কি সত্যিই সভ্য?' এই প্রশ্নের উত্তর শুধু অন্যের দিকে আঙুল তুলে দেওয়া নয়। প্রশ্নটি প্রথমে নিজেদের কাছেই করতে হবে।

আমার ঘর পরিষ্কার, কিন্তু আমার রাস্তা কি পরিষ্কার?
আমি শিক্ষিত, কিন্তু আমি কি যুক্তিবাদী?
আমি আধুনিক পোশাক পরি, কিন্তু আমার চিন্তাভাবনা কি আধুনিক?
আমি প্রযুক্তি ব্যবহার করি, কিন্তু তথ্য যাচাই করি কি?
আমি নিজের অধিকার চাই, কিন্তু অন্যের অধিকারকে সম্মান করি কি?
আমি দেশের উন্নতি চাই, কিন্তু দেশের সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষায় নিজের ভূমিকা পালন করি কি?

সভ্যতা কোনো সনদ নয়, কোনো ডিগ্রি নয়, কোনো বিলাসবহুল জীবনযাপনও নয়। সভ্যতা হল আচরণ। সভ্যতা হলো দায়িত্ববোধ। সভ্যতা হলো অন্য মানুষের অস্তিত্ব ও অধিকারকে সম্মান করা।

দারিদ্র্য থাকতেই পারে। অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকতেই পারে। একটি দেশ উন্নয়নের পথে থাকতেই পারে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যদি যুক্তিবোধ, পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলা এবং নাগরিক দায়িত্ববোধ ক্রমশ বাড়ে, তাহলে সেই সমাজও এগিয়ে যেতে পারে। তাই পরিবর্তনের অপেক্ষায় বসে থাকার চেয়ে আজ থেকেই একটি ছোট প্রশ্ন করা যাক; 'আমি আমার দেশকে কতটা সভ্য করতে পেরেছি?' হয়তো পরিবর্তন শুরু হবে সেখান থেকেই।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

দুঃখকষ্ট কখনওই জীবনের বোঝা নয়। উলটে তা আপন করে নিলেই জীবনকে গড়ে তোলার রসদ মনে হয়। সাফল্য পেলে দুঃখ-কষ্টই কৃতিত্বের সিঁড়ি হয়ে ওঠে।

কোট-আনকোট

মোদীজি ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু ভিতরে যাঁরা ঢুকে আছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ, সংঘবদ্ধ হতে হবে। প্রশাসনকেও ব্যবস্থা নিতে হবে। ৬ মাসের মধ্যে লভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ, ধর্ম পরিবর্তন কঠোর ও কঠিন আইন এনে বন্ধ করব।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি উন্মোচন

বামেদের তীব্র আক্রমণ পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরামবাগে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পূর্ণ মূর্তি উন্মোচিত হলো রবিবার। জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ ও জননেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আরামবাগ জুবিলি পার্কে তাঁর মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যে গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদান প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপরই তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টেনে বামেদের তীব্র আক্রমণ করেন বলেন, 'বিপ্লব এখন পতাকা গুটিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়েছে। ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ওদের আমরা মিউজিয়ামে রাখব বলে বাঁচিয়ে রেখেছি।' কলকাতায় গণহত্যা নিয়ে লোক ভবনের পক্ষ থেকে দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন নিয়ে দিলীপবাবু বলেন, 'বাংলার যে ইতিহাস, তাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এতদিন ভারতবর্ষের যে ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, সেই ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মকে জানতে হবে। তা না হলে তারা এই ভারতকে ভুলে যাবে। যারা এই দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারা এখনও ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করছে। তাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে দেশের ইতিহাস জানার জন্য সচেতন হয় সেই জন্যই এই আয়োজন।' তিনি আরও বলেন, 'আরামবাগের মাটি ও মানুষের হৃদয়ে আজ এক আবেগঘন মুহূর্ত। জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ ও জননেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আরামবাগ জুবলি পার্কে তাঁর মূর্তি উন্মোচন করা হল।' অপরদিকে, আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'এ শুধু একটি মূর্তি উন্মোচন নয়, এ আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। আরামবাগের মানুষের হৃদয়ে দেশপ্রেম ও জনসেবার যে চেতনা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালিত হয়েছে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ সেই চেতনাকে আরও দৃঢ় করবে। আরামবাগের বুকে তাঁর এই স্মারক আগামী প্রজন্মকে দেশ, সমাজ ও মানুষের জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাক, এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।' এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ ও গোঘাটের বিধায়ক প্রশান্ত দিগার-সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ। সব মিলিয়ে কুমারগঞ্জে আয়োজিত এই 'সেবা সেতু অভিযান' ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতায় রাহুল সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: যোগ তীর্থ উপাসনা যোগাসন ক্রীড়া চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার কানলা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ে। প্রায় ১১০০ জন প্রতিযোগী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। ফিতে কেটে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন রাজ্যসভার সদস্য তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী রাহুল সিনহা। যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের উদ্দেশ্যে রাহুল বাবু বলেন, 'আমরাই ভুলে গিয়েছিলাম সেই ভারতের যোগকে, প্রধানমন্ত্রী যখন সারা বিশ্বের সামনে সেই যোগকেই তুলে ধরেছে, একুশে জুন সারা বিশ্ব ভারতের যোগকে তারা মাথায় তুলে রেখেছে। বিশ্ব যোগা দিবস ভারতের যোগ। এটা আপনার কাছে কত বড় গর্ভের বিষয়। যে যোগকে আমরা তুচ্ছ বলে ভুলে গিয়েছিলাম। সারা বিশ্ব রোগ মুক্তির পথ দেখছে এই যোগের মধ্য দিয়ে।'

পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'যোগের মূল কারণ হচ্ছে পরম আত্মার সাথে আমাদের মিলন। কলি যুগে একমাত্র মুক্তির পথ রাম নাম, কৃষ্ণ নাম ও ধ্যান যোগ। এছাড়া কলিতে মুক্তি নেই। কলির এই অবস্থা থেকে যদি আমাদের মুক্তি লাভ করতে হয় তাহলে যোগ কে প্রাধান্য দিতে হবে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদারও। তিনিও তাঁর বক্তব্যে, প্রত্যেক শিশুর অবিভাবিককে অন্তত পক্ষে ১৫ থেকে ২০ মিনিট যোগাসনের পিছনে সময় দেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি এদিনের এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ননী সিংহ, বাপি রায়-সহ বিশিষ্টজনেরা।

কুমারগঞ্জে 'সেবা সেতু অভিযান'

নিজের প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত কুমারগঞ্জ হাই স্কুল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় সাড়ম্বরে আয়োজিত হল 'সেবা সেতু অভিযান' কর্মসূচি। ২ থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ সহায়তা শিবিরে সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। কুমারগঞ্জ উন্নয়ন ব্লকের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই শিবিরে শিক্ষাদপ্তরের বিশেষ করে 'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড' প্রকল্পের পরিষেবা ও অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে আসেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজয় কৃষ্ণ মহন্ত। শিবিরের রেজিস্টার খাতা খতিয়ে দেখার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বলেন, 'সেবা সেতু অভিযান কর্মসূচিতে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড সুবিধা নিয়ে রেজিস্টার খাতা পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, এ পর্যন্ত ২৪ জনের নাম নিবন্ধিত হয়েছে। এটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বিষয়। ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি প্রকল্পগুলি

সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই সুবিধার পূর্ণ ব্যবহারে উৎসাহী হবে।' এদিনের কর্মসূচি ও জনগণের সাড়া নিয়ে জেলা বিজেপি কিষাণ মোর্চার সাধারণ সম্পাদক জীবন রায় জানান, '২ থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আয়োজিত এই শিবিরে জনগণের ব্যাপক সাড়া মিলেছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০০-র বেশি মানুষ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় এই কর্মসূচির অধীনে ক্যাম্পগুলিতে মোট প্রায় ২০০০টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে সরাসরি সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও অনুদান পান, সে দিকে আমরা নজর রাখছি।'

নকল ডিসিআর চক্রের অভিযোগে ধৃত বিএলআরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন বীরভূমের মহম্মদবাজারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তৎকালীন আধিকারিক সব্যসাচী মণ্ডল। অভিযোগ, টুলু মণ্ডলের নকল ডিসিআর চক্রের অন্যতম মূল মাথা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল। শনিবার রাতে ঝাড়গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার সব্যসাচী মণ্ডলকে সিউড়ি আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাঁকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগ, তৎকালীন ২০২২ থেকে ২৫ সাল পর্যন্ত ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তৎকালীন আধিকারিক সব্যসাচী মণ্ডলের মদতেই টুলু মণ্ডল নকল ডিসিআর তৈরি করতেন। এই নকল নথির মাধ্যমে সরকারি রাজস্বে বিপুল ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ। তদন্তকারীদের দাবি, গত পাঁচ বছরে এই চক্রের কারণে সরকারের প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের দুই কর্মী বিশ্বজিৎ দাস ও প্রবীর দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এবার তৎকালীন বিএলআরও-র গ্রেপ্তারের পর তদন্তে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারীরা। জেলা সভাপতি উদয় সকল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা বারবার বলে আসতাম টুলু মণ্ডল হওয়ার পিছনে সরকারি আধিকারিকদের হাত আছে। আর সেটা দিনের আলোর মতন স্পষ্ট।' তিনি আরও বলেন, 'সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই জেলা প্রশাসনের কাছে তার আবেদন আরও গভীরভাবে তদন্ত করা হোক।' এর সঙ্গে জেলার উচ্চ পর্যায়ের পুলিশ এবং প্রশাসনের যুক্ত থাকার সম্ভাবনার কথাও তিনি বলেন।

ইছামতীতে বালি চুরি অব্যাহত, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সরকার বদলালেও নদীর বালি চুরি বন্ধ হয়নি। এমনই অভিযোগ উঠছে উত্তর ২৪ পরগনার ইছামতী নদী ঘিরে। রাতের অন্ধকারে নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলার অভিযোগের মধ্যেই বালিবোঝাই ট্রাক আটক করল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দু'জনকে। ফলে নদী থেকে বেআইনি বালি তোলার অভিযোগ যে এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, তা ফের সামনে এল বলে দাবি স্থানীয়দের। বসিরহাটের ইটিন্ডা শ্মশানঘাট এবং হাসনাবাদের কাটাখালি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রাতের অন্ধকারে ইছামতী থেকে বালি তোলা ও পাচারের অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রথমে নৌকায় নদীর গর্ভ থেকে বালি তোলা হয়। পরে সেই বালি ট্রাকে বোঝাই করে অন্যত্র পাচার করা হয়। অভিযোগ, এভাবে নদীর বুক থেকে বালি তোলায় নদীর স্বাভাবিক ভারসাম্য ও নদী বাঁধের নিরাপত্তা নিয়েও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে রাতে অভিযান চালিয়ে একটি বালি বোঝাই ট্রাক আটক করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত দু'জনকে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এর আগেও মিনাখাঁর বিদ্যাধরী নদীতে অভিযান চালিয়ে বালি বোঝাই একাধিক নৌকা আটক করেছিল পুলিশ। এবার ইছামতীতে ট্রাক আটক ও দু'জনের গ্রেপ্তারি ঘিরে ফের প্রশ্ন উঠছে নদী থেকে বেআইনি বালি তোলার কারবার কি আদৌ থেমেছে, নাকি শুধু কারবারের পদ্ধতি ও টাকার হাতবদল হয়েছে?

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১০ম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ই-মেইল : sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : নাম : শম্ভু কুমার সিং, ই-মেইল আইডি : clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭২১০০৪/৮১৩০৩৩৩২৪৮

পরিশিষ্ট - ৪-এ
[রুল ৮ (৬)-এর শর্তাবলী দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য পরবর্তী বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর বিধানের সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার ফিজিক্যাল দখল সিকিউরড ক্রেডিটর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছিলেন, তবে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/তৃতীয় পক্ষ উক্ত সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করেছে এবং ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তি পুনরায় দখলের জন্য আইন অনুযায়ী আবার যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা ঋণগ্রহীতা মেসার্স শ্রী পদ্মাবতী মেটালিক্স প্রা. লি. (আইবিসি-এর অধীনে এনসিএলটি দ্বারা অনুমোদিত রেজোলিউশন প্ল্যান) যার নিবন্ধিত কার্যালয় "৩৫, সিআর এভিনিউ, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১২"-এ অবস্থিত এবং এর গ্যারান্টার (১) মেসার্স শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রা. লি. (লিকুইডেশনে) (কর্পোরেট গ্যারান্টার), "১৩/২এ-প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৬", (২) মেসার্স মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রা. লি. (লিকুইডেশনে) (কর্পোরেট গ্যারান্টার), "১৩/২এ প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০২৬", (৩) শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল, পিতা- শ্রী বনোয়ারী লাল আগরওয়াল (গ্যারান্টার), "৮এ-ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭", (৪) শ্রী বনোয়ারীলাল আগরওয়াল পিতা- মতিলাল আগরওয়াল (গ্যারান্টার), "৮এ-ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭", (৫) মেসার্স কে.বি. এনার্জি প্রা. লি. (বন্ধক রাখা সম্পত্তির পরিমাণের কর্পোরেট গ্যারান্টার), "১৩/২এ প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০২৬"-এর কাছ থেকে সিকিউরড ক্রেডিটর-এর বকেয়া ৬৮,১৫,৮৩,৮৭৩.৩৩ টাকা (আটষট্টি কোটি পনেরো লক্ষ তিরাশি হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা মাত্র) এবং ০১.১২.২০১৪ তারিখ থেকে সুদ এবং ০২.১২.২০১৪ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ আদায়ের জন্য ২২.১০.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় তারিখ ০৯.১০.২০২৬ এবং ১০.১০.২০২৬, সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা।

পরিচিত দায়বদ্ধতা (যদি থাকে) সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি)
বনোয়ারী লাল আগরওয়াল এবং গোপাল কুমার আগরওয়ালের নামে ০৫১৭০/২০১০ নং টাইটেল ডিড অনুযায়ী ১৩/২এ প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা- ভবানীপুর, কলকাতা-২৬, ৭২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত (১ কাঠা, ১২ ছটাক, এবং ৩৫ বর্গফুট) পরিমাপের জমি এবং (লিফট ছাড়া) এর কোনো অংশে নির্মিত এবং/বা স্থাপিত প্রতিটি ফ্লোরে ৭৭২ বর্গফুট বিশিষ্ট ৪ তলা ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ১,৮৬,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১৮,৬০,০০০.০০ টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা

ক) দায়বদ্ধতা এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর ওয়েবসাইট https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/auction-notices/bank-eauctions, www.sbi.co.in, baanknet.com এবং https://tenders.gov.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।
খ) আগ্রহী বিডারদের নিলামের তারিখের আগেই তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ২৯.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটি প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এখনও নেপাল-বিপর্যয়ে নিখোঁজ চন্দননগরের শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চারদিক আলোয় আলো। তবে এত আলোর মাঝেও অন্ধকার চন্দননগরের পাটারি বাড়িতে। এক মাস পরেও ফেরেননি বাড়ির কর্ত্রী। মা দুর্গা আসছেন। তার আগমনবার্তায় সাজছে প্রকৃতি, সেজে উঠছে রাস্তাঘাট। গ্রুপের সঙ্গে নেপাল বেড়াতে গিয়েছিলেন চন্দননগরের হরিদ্রাডাঙার ষাটোর্ধ্ব শিপ্রা রায় পাটারি। নেপালের দুর্যোগে হারিয়ে যান। এখনও নিখোঁজ তিনি। সামনের সপ্তাহেই মহালয়া। পিতৃপক্ষের অবসান হয়ে দেবীপক্ষের সূচনা ঘটবে। বলা ভালো পুজো শুরু। পাড়ায় পাড়ায় আলোর মালা। ঘরে ফিরবে উমা। কিন্তু চন্দননগরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হরিদ্রাডাঙার পূর্ব পাড়ার পাটারি বাড়িতে উল্টো ছবি। মায়ের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় দিন গুণছে গোটা পরিবার। এক মাস পেরিয়ে গেল, এখনও কোনও খোঁজ নেই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শিপ্রা রায় পাটারির। তিনি সিঙ্গুরের গোলাপমোহিনী স্কুলে পড়াতেন। স্বামী রবীন পাটারি চুঁচুড়ার গড়বাটি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। কলকাতার এক ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে ৩২ জনের একটি দল গত ২১ শে অগস্ট নেপাল বেড়াতে গিয়েছিল। শিপ্রা পাটারিও যান। ফেরার কথা ছিল ৬ সেপ্টেম্বর। কিন্তু তার আগেই সব ওলটপালট। নেপালে আচমকা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আর তারপর থেকেই নিখোঁজ তিনি। পরিবারের অনুমান, ঘটনার দিন সকালে নেপাল-তিব্বত সীমান্তে ইমিগ্রেশন অফিসের কাছাকাছিই ছিলেন তিনি। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন গোটা পরিবার। শিপ্রা-রবীনের দুই ছেলে নিলয় ও অনীক। নিলয় আমেরিকায় থাকেন। ২৬ অগস্ট দুর্যোগের খবরের পরে তড়িঘড়ি দেশে ফেরেন। ভাই অনীককে নিয়ে ২ সেপ্টেম্বর নেপালেও যান। ডিএনএ নমুনাও দিয়ে এসেছেন। তবে এখনও কোনও খবর আসেনি। রবীনের ভাই বাবলু পাটারি বলেন, '২৬ অগস্ট ঘটনা ঘটে। আমার দুই ভাইপো নেপালে যায়। দু'টো দিন ওরা হাসপাতালে হাসপাতালে, প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরেছে। মাকে কোথাও খুঁজে পায়নি। পরে নেপাল পুলিশ ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা নেয়। দুই ছেলে দিয়ে আসে।' নেপাল সরকার রিপোর্ট পাঠিয়েছে, কিন্তু শিপ্রা পাটারির সঙ্গে কোনও মিল পাওয়া যায়নি। চারদিকে উৎসবের আলো। তবে চন্দননগরের পাটারি বাড়িতে মন খারাপের মেঘ। মা ফিরলে আলো জ্বলবে পাটারি বাড়ির অন্দরমহলেও।

রুইদাস পাড়ায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে দশভুজাদের ঢাকের বাদ্যি

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: 'ওরা নারী শক্তি, ওরা দশভুজা, ওরা দুর্গার আরেক রূপ।' এমনই জীবন্ত দুর্গাদের বসবাস ইন্দাসের সাহসপুর রুইদাস পাড়ায়। একদিকে যেমন সংসারের রান্না করা, বাসন মাজা, সংসার সামলানো, লোকের জমিতে কাজ করে পরিবারের হাল ধরে রাখা। অন্যদিকে, দুর্গাপুজো আসলেই ঢাক কাঁধে নিয়ে পুরুষদের চোখে আঙুল দিয়ে তারা দেখিয়ে দেয় তারাও পারে সমাজের সব কাজ করতে।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম সাহসপুর রুইদাস পাড়ার। এখানে লতা, অনিমা, অসীমা-সহ মোট ১০ জন দশভুজাদের বসবাস। তাদের দশভুজা বলার একটাই কারণ এই মহিলারা বাড়ির পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার চালানোর জন্য একটি ঢাকির দল তৈরি করে ফেলেছেন। এই মহিলা ঢাকি টিমের সদস্যারা সকালে ঘুম থেকে উঠে সংসারের যাবতীয় কাজ যেমন উঠোনে ঝাড়ু দেওয়া, রান্না করা, বাসন মাজা, ছেলেমেয়েদের বই পড়ানো, তাদের চুল বেঁধে দেওয়া, পরিবারের সদস্যদের খেতে দেওয়া সমস্ত কাজ তাঁদের করতে হয়। এরপর একটু বেলা হলেই সংসারের খরচ চালানোর জন্য অন্যের জমিতে শ্রমিকের কাজ করেন তাঁরা। সারা বছরটা তাঁদের এভাবে চললেও, তাঁরা অধীর আগ্রহে বসে থাকে দুর্গাপূজার জন্য। কারণ দুর্গাপূজায় তাঁদের এই মহিলা ঢাকি টিমের বায়না হয় দূর-দূরান্তে। সেখানে একটানা বেশ কয়েকদিন ঢাক বাজিয়ে মোটা টাকা ইনকাম করেন তাঁরা। সেই টাকা এসে বাড়ির পুরুষদের হাতে তুলে দেয় সংসার চালানোর জন্য। তাই দুর্গা পূজার প্রাক্কালে সকাল সন্ধ্যা সাহসপুর রুইদাসপাড়ায় কান পাতলে শোনা যায় ঢাকের শধ। কারণ পুজোর আগে এই মহিলা ঢাকি টিম প্রায় প্রতিদিনই মহড়া দিয়ে চলেছে। চলছে ঢাক মোছার কাজ, যাতে পুজোয় কোনও বিঘ্ন না ঘটে। ঢাক বাজানোর পাশাপাশি রয়েছে ঢাকের সাথে বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের খেলা। এই মহিলা ঢাকি টিমের ঢাক বাজানোর উপস্থাপন আপনারও মন ভরাবে। কখনো ঢাকের ওপর চড়ে, কখনো মাথায় ঢাক নিয়ে ঢাক বাজাচ্ছেন। আবার কখনও মুখে কামড়ে ধরে ঢাকের তাল তুলছেন। এমনকি এক মহিলা একসঙ্গে বেশ কয়েকটি ঢাক নিয়েও বাজিয়ে চলেছেন।

তবে এই মহিলা ঢাকিদের এই সংঘবদ্ধ দল তৈরি করার পেছনে রয়েছে জেদ এবং বেদনাদায়ক ঘটনা জড়িয়ে আছে। মহিলা ঢাকিদের দাবি, কিছু বছর পূর্বে গ্রামের এক অনুষ্ঠানে বাইরে থেকে ঢাক বাজাতে আসে কিছু মহিলা। তখন গ্রামেরই এক মহিলা ভাবেন বাইরের মহিলারা ঢাক বাজিয়ে টাকা নিয়ে গেলে, তাঁর গ্রামের মহিলারা কেন ঢাক বাজাতে পারবে না? শুরু হয় মহিলা জোগাড়ের কাজ। পরিবারের সম্মতি পেয়ে রুইদাস পাড়ার লতা, অনিমা, অসীমা সহ মোট ১০ জন মহিলা ও পাঁচজন পুরুষ মিলে তৈরি হয় একটি মহিলা ঢাকির টিম। গ্রামের লোক অবশ্য মহিলা ঢাকির এই টিমটিকে ভালো চোখে দেখেনি। গ্রামে ঢাক বাজাতেও বাঁধা দিত তাদের। অনেক বাধা বিপত্তি আসলেও, সমস্ত বাঁধা কাটিয়ে আড়ালে অগচড়ে ঢাক বাজিয়ে প্র্যাক্টিস করে তাঁরা আজ পারদর্শী। এখন তাদের ঢাক বাজানোর দক্ষতা দেখে মুগ্ধ সমগ্র ইন্দাসবাসী। দূরদূরান্ত থেকে বায়না আসে। এবারের দুর্গা পুজোতেও এই মহিলা ঢাকির টিম ঢাক বাজাতে যাবে ইন্দাস থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূর নৈহাটিতে।

আগ্নেয়াস্ত্র মজুতে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র মজুতের অভিযোগে তদন্তে নেমে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল দুর্গাপুর এসটিএফ। ধৃতের নাম পবন কুমার সিং (৫৫)। তিনি বিহারের জামুই জেলার সিকেন্দ্রা থানার রাবাই এলাকার বাসিন্দা। কিছুদিন আগে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র মজুতের অভিযোগে বিহারের এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছিল দুর্গাপুর এসটিএফ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের সূত্র ধরেই উঠে আসে পবন কুমার সিং-এর নাম। এরপর তদন্ত চালিয়ে শনিবার আগ্নেয়াস্ত্র-সহ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। রবিবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় চার দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

EXIT OFFER FOR THE ATTENTION OF RESIDUAL SHAREHOLDERS OF
JAIN TUBE COMPANY LIMITED
Corporate Identity Number: L25111DL1964PLC004235
Registered Office: B-292, Office No. 202, Second Floor, Chandra Kanta Complex, New Ashok Nagar,Delhi-110096, India
Telephone No.: +91 7428860315;
Website: www.jaintubes.in; **E-mail ID:** jaintubes.india@gmail.com

This Exit Offer Public Announcement ("Exit Offer PA") is being issued in continuation to the earlier announcement made on April 4, 2025, July 01, 2025, October 05, 2025, January 07, 2026, April 02, 2026 and July 1, 2026 with regard to the Voluntary Delisting of Jain Tube Company Limited ("Company") from The Calcutta Stock Exchange of India Limited ("CSE"), intimating about the Exit Offer being given to the remaining Public Shareholders ("Residual Shareholders") who continue to hold Equity Shares after the Delisting offer and wish to tender their equity shares to the Acquirers at an exit price of Rs 541/- per Equity Share ("Exit price") from Thursday, January 16, 2025 to Friday, January 15, 2027 ("Exit Window"). The Exit Letter of Offer along with the exit application form ("Exit Letter of Offer") is being sent to the Residual Shareholders on 05.10.2026. The payment shall be made on a monthly basis, within 10 working days from the end of the relevant calendar month in which the Exit Application Form has been received from the Acquirer ("Monthly Payment Cycle").
Kindly access the Exit Letter of Offer along with the exit application form ("Exit Letter of Offer") from the website of the Company at www.jaintubes.in, website of the Registrar at www.alankit.com and website of the Manager to the Offer at www.corporateprofessionals.com or scan the below link:

(Please scan this QR code for reading the Exit Letter of Offer)

In case of any further details or query, you may contact the Manager to the Exit Offer or Registrar to the exit offer as per the details specified below:

Manager to the Exit Offer	Registrar to the Exit Offer
Corporate Professionals **CORPORATE PROFESSIONALS CAPITAL PRIVATE LIMITED** D-28, South Extension Part-1, New Delhi – 110049, India **Contact Person:** Ms. Anjali Aggarwal **Telephone:** 011-40622230/40622209; **Email:** mb@indiacp.com **Website:** www.corporateprofessionals.com **SEBI Registration No.:** INM000011435 **Validity Period:** Permanent **CIN:** U74899DL2000PTC104508	Alankit **ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED** 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, India **Contact Person:** Mr. Virender Sharma **Telephone:** +91 8929955302 **Email:** virenders@alankit.com **Website:** www.alankit.com **SEBI Registration No.:** INR000002532 **Validity Period:** Permanent **Corporate Identity Number:** U74210DL1991PLC042569

For Acquirers
Sd/- **Sd/-**
Sushil Jain **Ishaan Jain**
Acquirer 1 **Acquirer 2**

Place: New Delhi
Date: October 03, 2026

যানজট, বালিবোঝাই লরি আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, করিমপুর: দৈনন্দিন যানজটে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা, একাধিকবার পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। শেষমেশ বালিবোঝাই লরি আটকে বিক্ষোভ, পথ অবরোধ। পুলিশের হস্তক্ষেপে ১ ঘণ্টা পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। করিমপুর থানার নতিডাঙা মোড়ের ঘটনা। রবিবার সকালে নতিডাঙ্গা মোড়ে মণ্ডলপাড়ায় বালির লরি দাঁড় করানোকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। প্রতিবাদে পুলিশ প্রশাসনের সামনেই প্রায় এক ঘণ্টা ধরে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত পাঁচ বছর ধরে এই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০টি বালিবোঝাই লরি রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। কাছেই দু'টি প্রাথমিক স্কুল ও কোচিং সেন্টার থাকায় ছাত্র-ছাত্রী সহ সাধারণ পথচারীদের দুর্ঘটনা ঘটার নিত্য আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রতিবাদ করলে লরি ব্যবসায়ী ও কর্মীরা গ্রামবাসীদের হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ। পুলিশকে জানিয়েও লাভ হয়নি বলে দাবি তুলে এদিন সকাল আটটা নাগাদ বালির লরি আটকে করিমপুর থানার পুলিশের সামনে তারা ক্ষোভ উগরে দেন। বাসিন্দাদের সাফ দাবি, লোকালয়ে লরি রাখা চলবে না, ফাঁকা জায়গায় পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। পরবর্তীতে করিমপুর থানার আইসি-র আশ্বাসে এক ঘণ্টা পর বিক্ষোভ উঠে যায়।

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কেল অফিস: এআরএমবি - হুগলী
২৩এ, রাই এম. সি. লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট
পোঃ - শ্রীরামপুর, হুগলী (প.ব.),
পিন - ৭১২ ২০১, ই-মেইল আইডি: cs8240@pnb.bank.in
মোবাইল নং: ৯৭৪৮০ ৫৯১৬৫

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৮(৬)-এর শর্তাবলী।

এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক/ভৌত/প্রতীকী দখল ব্যাঙ্ক/সিকিউরড পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, সেটি ব্যাঙ্ক/সিকিউরড পাওনাদারের বকেয়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-এর থেকে নীচে টেবিলে উল্লেখিত তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লেখ করা অনুযায়ী হবে।

সিকিউরড সম্পত্তির তফসিল

ক্র. নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / মালিকের নাম [সম্পত্তির বন্ধকদাতা(গণ)]	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ ও দখলের ধরন ঘ) সিকিউরিটাইজেশন আবেদনের স্থিতি	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ / সময়
১.	**পিএনবি : এআরএমবি - হুগলী** **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স ফ্যাশন মল** **প্রোপ্রাইটার:** **মুসাম্মত মাহমুদা বেগম** গ্রাম - মুকুন্দপুর, পোঃ - মশাট, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২ ৭০১। **মুসাম্মত মাহমুদা বেগম** গ্রাম - আড়াসুচিয়া, গোপালপুর, পোঃ - মশাট, থানা - চন্ডীতলা, জেলা - হুগলী। পিন - ৭১২ ৭০১।	মৌজা - মুকুন্দপুর, তৌজি নং ১৭, জে.এল. নং ১৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭২, ৩১৩ এবং ১৮২৪ (নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ২০৪০), আর.এস. দাগ নং ৫৮/১২০০, এল.আর. দাগ নং ৭৪, আইয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা - চন্ডীতলা, জেলা - হুগলী-তে অবস্থিত একতলা ভবনের মধ্যে ৩ শতক পরিমাপের "দোকান" সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি মুসাম্মত মাহমুদা বেগম-এর নামে** রয়েছে, যা এডিএসআর জনাই-এর অফিসে ২০১৮ সালের দলিল নং I-০৬০৮০৬৫৫৪ মূলে নিবন্ধিত, যা বই নং I, ভলিউম নং ০৬০৮/২০১৮, পৃষ্ঠা ১৩৯৪২২ থেকে ১৩৯৪৪০-এ রেকর্ড করা আছে। **কিউআর কোড**	ক) ১৩.০৫.২০২৬ খ) ৩০.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **২২,৪৬,১১৪.৫৬ টাকা** (কথায়- বাইশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার একশো চোদ্দো টাকা এবং ছাপ্পান্ন পয়সা মাত্র) এবং **০১.০৫.২০২৬** থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ এবং খরচ গ) ২৯.০৭.২০২৬ (প্রতীকী দখল) ঘ) কিছু নেই	ক) ২৪.১৮ লক্ষ টাকা খ) ২.৪১৮ লক্ষ টাকা (০৬.১১.২০২৬) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	০৬.১১.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ
২.	**পিএনবি : এআরএমবি - হুগলী** **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স ঘোষ আয়রন ওয়ার্কস** **প্রোপ্রাইটার: শ্রী গৌতম ঘোষ** গ্রাম - কানাইপুর, নাইটি রোড, বিশালাক্ষীতলা, কানাইপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে, পোঃ - কানাইপুর, থানা - উত্তরপাড়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২ ২৩৪। **শ্রী গৌতম ঘোষ (মেসার্স ঘোষ আয়রন ওয়ার্কস-এর প্রোপ্রাইটার)** গ্রাম - কানাইপুর, নাইটি রোড, বিশালাক্ষীতলা, কানাইপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে, পোঃ - কানাইপুর, থানা - উত্তরপাড়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২ ২৩৪।	মৌজা - বনশাই, তৌজি নং ১৯, জে.এল. নং ২, এলআর দাগ নং ৩৭১ এলআর খতিয়ান নং ১৪০৮/১-এর অধীনে, কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলী-তে অবস্থিত ২ কাঠা ১০ ছটাক বা ৪.৫ শতক (কম বা বেশি) পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি এডিএসআর শ্রীরামপুর-এর অফিসে ১৯৯৪ সালের দলিল নং ৪৫১৪ মূলে নিবন্ধিত, যা বই নং I, ভলিউম নং ৯৩, পৃষ্ঠা নং ১০১ থেকে ১০৬-এ রেকর্ড করা আছে। **সম্পত্তির মালিকানা শ্রী গৌতম ঘোষ**, পিতা: শ্রী ননী গোপাল ঘোষ **-এর। সীমানা:** উত্তরে - রাস্তা, দক্ষিণে - অন্যের জমি, পূর্বে - সাধারণ পথ, পশ্চিমে - সুভাষ চক্রবর্তীর সম্পত্তি। **কিউআর কোড**	ক) ০১.০৬.২০২৬ খ) ৩১.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **২৪,৬৩,৭৬৯.১৩ টাকা** (কথায়- চব্বিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশো ঊনসত্তর টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র) এবং **০১.০৬.২০২৬** থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ এবং খরচ গ) ১৪.০৮.২০২৬ (প্রতীকী দখল) ঘ) কিছু নেই	ক) ৪২.৭০ লক্ষ টাকা খ) ৪.২৭০ লক্ষ টাকা (০৬.১১.২০২৬) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	০৬.১১.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

শর্তাবলী:
এই বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে।
১. সম্পত্তিগুলি "যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে" এবং "যাই থাক না কেন ভিত্তিতে" বিক্রি করা হচ্ছে।
২. উপরিউক্ত তফসিলে নির্দিষ্ট করা সিকিউরড সম্পত্তির বিবরণগুলি অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক দায়ী থাকবেন না।
৩. নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা বিক্রয়টি ০৬.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট: https://baanknet.com -এ প্রদত্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হবে।
৪. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৫. সম্পত্তির বিপরীতে কোনো ধরনের বিধিবদ্ধ বকেয়ার জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। যেকোনো ধরনের কর প্রদানের জন্য ক্রেতারাই এককভাবে দায়ী থাকবেন।

কিউআর কোড

তারিখ: ০৫.১০.২০২৬
স্থান: শ্রীরামপুর
শ্রী দেবজিৎ সেনগুপ্ত, অনুমোদিত আধিকারিক (মোবাইল নং ৯৭৪৮০ ৫৯১৬৫)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এআরএমবি - হুগলী

অগ্নিমিত্রা পলের হাত ধরে শিল্প শহরে কৃষি বিপ্লবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শিল্প শহরে কৃষি বিপ্লবের নতুন দিগন্ত দেখাচ্ছে রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ। আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত জামডোবা গ্রামে চাষ হচ্ছে তোলায়পুঞ্জি, গোবিন্দ ভোগের মতো সুগন্ধি ধান। শুধু তাই নয় ড্রোনের মাধ্যমে ধান জমিতে জৈব সার ও জৈব কীটনাশক ছড়ানোর প্রশিক্ষণ শুরু হল। রবিবার এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। অগ্নিমিত্রা পল বলেন, ‘জমিতে সার ও কীটনাশক ছড়ানোর জন্য যে শ্রম ও সময় লাগতো তা নিমেষের মধ্যে ড্রোনের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয় জমির মধ্যে সার ও কীটনাশক ছড়াতে গিয়ে বহু কৃষক বিষাক্ত কিটপতঙ্গ ও সাপের কামড়ে, প্রাণ হারান। কিন্তু এই যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে, এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কমে যাবে।’ রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগের আধিকারিক রঙ্গন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই ড্রোন খুব স্বল্প সময়ে বিঘার পর বিঘা জমিতে কীটনাশক ও তরল প্রকৃতির সার ছড়াতে সক্ষম।’ স্থানীয় কৃষক লক্ষ্মণ হেমব্রম বলেন, ড্রোনের মাধ্যমে, চাষযোগ্য জমিতে ফসল ফলানোর জন্য কীটনাশক ও সার ছড়ানোর প্রযুক্তি তাদেরকে ফসল ফলাতে উৎসাহিত করবে। উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে আদিবাসী সমাজের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় যন্ত্রচালিত ঢেঁকি। তিনটি গোষ্ঠীর ২৫ জন মহিলার হাতে এই ঢেঁকি তুলে দেওয়া হয়। বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত লুপ্তপ্রায় এই ঢেঁকি পেয়ে খুশি গোষ্ঠির মহিলারা। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যন্ত্র চালিত চাষ এবং মহিলাদের স্বনির্ভর করার প্রয়াস নতুন দিগন্ত আনবে। কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সমস্ত যন্ত্র সৌর বিদ্যুৎ চালিত হবে। শুধু তাই নয় শীঘ্রই এই যন্ত্র ক্রয় করার আবেদনের জন্য পোর্টাল খোলা হবে। এবং পোর্টালে আবেদনের মাধ্যমে সরকারের ভর্তুকির মাধ্যমে এইসব যন্ত্র অতি ন্যূনতম মূল্যে ক্রয় করতে পারবেন।’ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জামমনি টুডু বলেন, ‘ঢেঁকিতে ধান থেকে চাল বের করার পদ্ধতি বর্তমানে একপ্রকার লুপ্তপ্রায়। কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবনে বিদ্যুৎচালিত ঢেঁকিতে আবার ধান থেকে পুষ্টিকর চাল বের করা যাবে। শুধু তাই নয় তারা এই ঢেঁকি থেকে চাল, মসলার গুঁড়ো ও ছাতু তৈরি করে বাজারজাত করবে। তাতে গোষ্ঠীর মহিলারা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হবে।’

অন্নপূর্ণার টাকায় সংসারে স্বস্তি

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুর্গাপুরে মহিলাদের পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ সামলাতে অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তাই অনেক মহিলার কাছে হয়ে উঠেছে বাড়তি ভরসা। কারও কাছে এই টাকা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার সহায়, আবার কারও কাছে মাসের শেষদিকে সংসারের খরচ সামলানোর অন্যতম অবলম্বন। রাজ্য সরকারের এই আর্থিক সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে এবার পথে নামলেন দুর্গাপুরের মহিলারা। মহিলাদের নিয়ে দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীতে পদযাত্রার আয়োজন করে বিজেপি। পদযাত্রায় অংশ নেওয়া মহিলাদের দাবি, সংসার চালাতে প্রতিদিনই নানা আর্থিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি থেকে শুরু করে পরিবারের ছোট-বড় বিভিন্ন খরচ সবকিছু সামলাতে গিয়ে অনেক সময়ই সমস্যায় পড়তে হয়। অংশগ্রহণকারী মহিলাদের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তা তাঁদের সংসারে কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ায় দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে সুবিধা হচ্ছে বলেও দাবি তাঁদের। তাঁদের কথায়, সংসারের নানা প্রয়োজনে এই আর্থিক সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতেই তাঁরা একত্রিত হয়ে পদযাত্রায় অংশ নিয়েছেন।

মেধাবী পড়ুয়াদের পাশে চেতনা পাবলিক স্কুল

২৫০ জনকে স্কলারশিপ, ল্যাপটপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: দাসপুরের চেতনা পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে ঘাটাল মহকুমার মেধাবী ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো স্কলারশিপ ও ল্যাপটপ। চেতনা পাবলিক স্কুলের চেয়ারম্যান এসএস আলমের উদ্যোগে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে স্কলারশিপ তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পূর্বে স্কলারশিপ পাওয়া আরও ২৫০ জন পড়ুয়ার স্কলারশিপও রিনিউ করা হয়েছে। চেতনা পাবলিক স্কুলের চেয়ারম্যান এসএস আলম ছোটবেলায় আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি নিজে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সফল হওয়ার পর থেকেই মেধাবী অথচ আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেন তিনি। ঘাটাল মহকুমার কোনও মেধাবী পড়ুয়া যেন শুধুমাত্র অর্থের অভাবে পড়াশোনা থেকে পিছিয়ে না পড়ে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। এসএস আলম বলেন, ‘ঘাটাল মহকুমার মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীরা যাতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং দেশের শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পারে, তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়াই আমার লক্ষ্য। শুধু আজ ২৫০ জনকে স্কলারশিপ দেওয়া নয়, পুরনো আরও ২৫০ জনের স্কলারশিপ রিনিউ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে যা প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করব।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চেতনা পাবলিক স্কুলের চেয়ারম্যান এসএস আলম, শ্যামপুরের বিধায়ক হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট, দাসপুরের বিধায়ক তপন দত্ত, চন্দ্রকোনার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই, হিমাদ্রি শেখর ঘোষ (এডিআই)-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। চেতনা পাবলিক স্কুলের এই উদ্যোগে মেধাবী ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়।

রায়নার দু’টি ব্লকে সেবা সেতু শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের রায়না বিধানসভার অন্তর্গত দুটি ব্লকে তৃতীয় দিনের সেবাসেতু শিবির পরিদর্শন করলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। শিবিরে উপস্থিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন তিনি। পরিষেবা নিতে আসা বাসিন্দাদের অভিযোগ ও সমস্যার কথা জানার পর সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সেখানেই উপস্থিত থেকে দ্রুত সমস্যার সমাধান করার নির্দেশ দেন বিধায়ক। শিবিরে আগত প্রত্যেক আবেদনকারী যাতে নির্ধারিত সরকারি পরিষেবা পান, সে বিষয়েও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। বিধায়ক সুভাষ পাত্র বলেন, ‘একজন মানুষও যেন সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সেই লক্ষ্য নিয়েই এই উদ্যোগ। বিজেপি সরকার মানুষের দোরগোড়ায় উন্নয়ন ও সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর।’ শিবিরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত পরিষেবা গ্রহণ করতে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বিধায়কের এই পরিদর্শনে পরিষেবা প্রক্রিয়া আরও দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় ফ্লোর এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

ডিমান্ড নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধার আসল পরিশোধ এবং সুদ প্রদানে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট বা এনপিএ-তে পরিণত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ (২)-এর অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, তবে সেগুলি বিলি না হওয়ায় ফেরত এসেছে এবং তাই এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে তাদের এতদ্বারা এই বিষয়ে জানানো হচ্ছে

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের নাম ও ঠিকানা	যে সম্পত্তির উপর লোন নেওয়া হয়েছে তার ঠিকানা	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ-এর তারিখ (কার্যকর হওয়ার তারিখ সহ)	বকেয়া ব্যালেন্স (দাবিকৃত)	লোন মঞ্জুর হয়েছে
১.	**১. শ্রীমতী সোমাশ্রী ব্যানার্জি দুয়ারী** স্বামী- অরিজিৎ দুয়ারী **২. শ্রী অরিজিৎ দুয়ারী** পিতা- অসিত কুমার দুয়ারী **উভয়ই বসবাস করেন:** কুশদ্বীপ, পাত্রসায়র, কুশদ্বীপ পল্লী কল্যাণ সমিতির কাছে বাঁকুড়া-৭২২২০৭	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** বাঁকুড়া জেলার মধ্যে, থানা- পাত্রসায়রের এখতিয়ারের মধ্যে, ১০০১ এলআর খতিয়ান নং, ৪৪০ এলআর প্লট নং, ১৫০ জে.এল নং, মৌজা- কুশদ্বীপে অবস্থিত কমবেশি ৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত সমস্ত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল	ক) ১৫.০৫.২০২৬ খ) ০২.০৫.২০২৫	৯২১০৩০০০৬৯৬৬৪০৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৫-০৫-২০২৬ তারিখে ৯,৯৮,১৭৬.১৬/- টাকা বকেয়া এবং ৯২১০৩০০০৬৯৬৬৪১৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৫-০৫-২০২৬ তারিখে ৩৬,৮৯৫.৯৭/- টাকা বকেয়া	১৫.০১.২০২১ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৯,৩০,০০০/- টাকার (উনিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২.	**১. শ্রী সহারাব আলী,** পিতা- ফজলুল মো. পীরপুকুর, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, পিন ৭৩৩১২৯। **২. শ্রীমতী সুরাতন বেগম,** স্বামী- ফজলুল মোহাম্মদ পীরপুকুর, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, পিন ৭৩৩১২৯। **৩. শ্রী ফজলুল মোহাম্মদ,** পিতা- আসির মো. পীরপুকুর, ৯ নম্বর ওয়ার্ড কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৯	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** উত্তর দিনাজপুর জেলায়, থানা - কালিয়াগঞ্জ, ২৪৩৫ এলআর খতিয়ান নং, ৫৯/৬৩৫ এলআর দাগ নং, ১২৫ জেএল নং, মৌজা - তরঙ্গপুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রীমতী সুরাতন বেগমের নামে রয়েছে।	ক) ০৭.০৫.২০২৬ খ) ২৪.০৩.২০২৬	৯২২০৩০০১২১৮৫৮৮৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে নোটিশের তারিখে ১৭৫৮৮৮৫.৯৫ টাকা বকেয়া।	২০.০১.২০২৬ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্তাবলীতে ১৬,২৯,০০০/- টাকার ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৩.	**১. শ্রী মানস মাইতি** পিতা- বিজয় কৃষ্ণ মাইতি নড়ইগোপীনাথচক, পূর্ব মেদিনীপুর, উপালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৫২ **২. শ্রীমতী মধুমিতা মাইতি** প্রযত্নে- মানস মাইতি নড়ইগোপীনাথচক, পূর্ব মেদিনীপুর, উপালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৫২	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্যে, ৭২১১৫২ পশ্চিমবঙ্গ, পাঁশকুড়া থানার অধীনে, হাউর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, ৬৩৪ এল.আর. খতিয়ান নং, ২০১ এল.আর. প্লট নং, ১৭১ জে.এল নং, মৌজা- নরুল গোপীনাথচকে অবস্থিত কমবেশি ৩.৬২ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ২৬.০৫.২০২৬ খ) ২৪.০২.২০২৫	৯১৯০৩০০৬৭৮৯২৮৬৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২৬-০৫-২০২৬ তারিখে ১৯৪৯০৪০.৯৮/- টাকা বকেয়া এবং ৯১৯০৩০০৬৭৮৯২৮৮০ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২৬-০৫-২০২৬ তারিখে ৪৫৭৬২.৫৮/- টাকা বকেয়া,	২৭.০৮.২০১৯ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৮,০০,০০০/- টাকার (আঠারো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৪০,০০০/- টাকার (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৪.	**১. শ্রী মলয় অজিত দাস** পিতা- অজিত দাস রূপনারায়ণপুর, সিংহেরভেড়ি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৪০৯ **২. শ্রী অজিত দাস** পিতা- অন্নদা প্রসাদ দাস রূপনারায়ণপুর, সিংহেরভেড়ি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৪০৯	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** হুগলি জেলার মধ্যে, ৭১২৪০৯ পশ্চিমবঙ্গ, সিঙ্গুর থানার অধীনে, সিঙ্গুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, ৮৪৩ এল.আর. খতিয়ান নং, ৩৮৬ এল.আর. প্লট নং, ৫০ জে.এল নং, মৌজা-গাজিপুরে অবস্থিত কমবেশি ৭.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ২২.০৫.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	৯১৭০৩০০১৮৯৩৮৬৮৩ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২২-০৫-২০২৬ তারিখে ১৬৮৮৪৭৭.১/- টাকা বকেয়া এবং ৯১৭০৩০০১৮৯৩৮৬৫৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২২-০৫-২০২৬ তারিখে ৪৪৫০২.০৪/- টাকা বকেয়া,	৩০.০১.২০১৭ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,০০,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৪০,০০০/- টাকার (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৫.	**১. শ্রী বৃন্দাবন ডেনরে** পিতা- অষ্টম কুমার ডেনরে ডেনরেপাড়া, পূর্ব রাধানগর ঘোল, খানাকুল, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৪০১ **২. শ্রী অষ্টম ডেনরে** পিতা- সতীশ ডেনরে পূর্ব রাধানগর, ঘোল, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৪০১	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** হুগলি জেলার মধ্যে, ৭১২৪০১ পশ্চিমবঙ্গ, খানাকুল থানার অধীনে, ২২৫৬ এলআর. খতিয়ান নং, ২৫৩ এল.আর. প্লট নং, ১১৫ জে.এল নং, মৌজা- পূর্ব রাধানগরে অবস্থিত কমবেশি ০৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ১৪.০৫.২০২৬ খ) ১২.০২.২০২৬	৯২২০৩০০১৬৮৭৬০৬৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৪-০৫-২০২৬ তারিখে ১২৪২৩৫০.৫২/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০১৬৮৭৬০৭১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৪-০৫-২০২৬ তারিখে ৪৯৩৬৫.৬৮/- টাকা বকেয়া,	১৫.০২.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১২,০০,০০০/- টাকার (বারো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৬.	**১. শ্রী সুমন ব্যানার্জি** পিতা- মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি **২. শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি** পিতা- কাশী নাথ ব্যানার্জি উভয়ই বসবাস করেন: পাথরা, কোতোয়ালি, মাহাতাবনগর, পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১১৪৯	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে, মেদিনীপুর থানার অধীনে, ২৮৭৯ এল.আর. খৈতান নং, ৩৩ প্লট নং, ১৭৮ জে.এল নং, মৌজা- মাহাতাবপুরে অবস্থিত কমবেশি ৩.৯৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ২২.০৫.২০২৬ খ) ০৮.০১.২০২৫	৭০৩০০২৮৮৭৪৩৬২ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২২-০৫-২০২৬ তারিখে ১১,৬৫,৫৪৪.৭৭/- টাকা বকেয়া ৭০৩০০২৮৮৭৪৩৫৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২২-০৫-২০২৬ তারিখে ১,৩৭,১৫৭.৫৩/- টাকা বকেয়া	২৪.০৩.২০১৭ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১০,৫০,০০০/- টাকার (দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৭.	**১. শ্রী সুবিনয় সরকার** পিতা- সুস্থির সরকার **২. শ্রী সুশান্ত সরকার** পিতা- সুস্থির কুমার সরকার **৩. শ্রী সুদীপ সরকার** পিতা- সুস্থির কুমার সরকার **৪. শ্রী সুবীর সরকার,** পিতা- সুস্থির সরকার **৫. শ্রী পূর্ণিমা দে,** স্বামী- সুবিনয় সরকার **সবাই বসবাস করেন:** দাসপাড়া, বড় বাজার, থানা- পুরুলিয়া পুরুলিয়া-৭২৩১২৭	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** পুরুলিয়া জেলার মধ্যে, পুরুলিয়া থানার অধীনে, ৪৫১৬,৪৫১৭ এল.আর. খতিয়ান নং, ১২৬৯ প্লট নং, ১৫৬ জে.এল নং, মৌজা- বড়বাজারে অবস্থিত কমবেশি ১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ১২.০৫.২০২৬ খ) ০৭.০২.২০২৬	৯২০০৩০০৫৭৯৭৩৯৭৩ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১২-০৫-২০২৬ তারিখে ১৭,৭৪,৩১৩.৯০/- টাকা বকেয়া এবং ৯২০০৩০০৫৭৯৭৩৯৮৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১২-০৫-২০২৬ তারিখে ২৩,৮২৮.১৭/- টাকা বকেয়া	১০.০৮.২০২০ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২১,০০,০০০/- টাকার (একুশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩০,০০০/- টাকার (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৮.	**১. শ্রী শুভম মজুমদার** পিতা- মিন্টু মজুমদার **২. শ্রী মিন্টু মজুমদার** পিতা- সত্যচরণ মজুমদার **৩. শ্রীমতী শুভ্রা মজুমদার** স্বামী- মিন্টু মজুমদার **সবাই বসবাস করেন:** ভগবানপুর, বোসো ধনিয়াখালী, ধনিয়াখালী, হুগলি ৭১২৩০২	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** হুগলি জেলার মধ্যে, ধনিয়াখালী থানার অধীনে, ৯৬৯ এল.আর. খৈতান নং, ৫৭৮,৫৭৯,৫৮১ প্লট নং, ১৮৪ জে.এল নং, মৌজা- ভগবানপুরে অবস্থিত কমবেশি ৫.৬৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ১৬.০৫.২০২৬ খ) ২৭.০১.২০২৬	৯২০০৩০০৫৭৯৭৪৬৭৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৬-০৫-২০২৬ তারিখে ১৩,৩১,৪০২.১২/- টাকা বকেয়া এবং ৯২০০৩০০৫৭৯৭৪৬৮৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৬-০৫-২০২৬ তারিখে ৩৭,১৩৩.৫৯/- টাকা বকেয়া	৩০.০৭.২০২০ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১১,৬০,০০০/- টাকার (এগারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩০,০০০/- টাকার (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৯.	**১. শ্রী সোমনাথ পন্ডিত** পিতা- সনাতন পন্ডিত **বসবাস করেন:** পশ্চিমপাড়া, পুরশুড়াম নিমডাঙ্গি, পশ্চিমপাড়া বেলেপুকুর কালী মন্দিরের কাছে হুগলি-৭১২৪১৪	তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) হুগলি জেলার মধ্যে, ৭১২৪১৪, পুরশুড়া থানার এখতিয়ারের মধ্যে, ১০৮৮৩ এলআর খতিয়ান নং, ২২৩১ এলআর প্লট নং, ১৬ জে.এল নং, মৌজা- পশ্চিমপাড়ায় অবস্থিত কমবেশি ৩.২৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত সমস্ত ভবন এবং কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত বা স্থায়ীভাবে পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত যেকোনো কিছুর সাথে যুক্ত সমস্ত উদ্ভিদ এবং যন্ত্রপাতি, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উভয়ই। দলিল অনুযায়ী সীমানা: উত্তরে: গোলক পন্ডিতের বাড়ি দক্ষিণে: বুদ্ধদেব পন্ডিতের বাড়ি পূর্বে: ৬ ফুট চওড়া রাস্তা পশ্চিমে: পুকুর	ক) ১৩.০৫.২০২৬ খ) ৩০.০৩.২০২৬	৯২৪০৩০০১৭১০৮১২০ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৩-০৫-২০২৬ তারিখে ১৪,৯০,৭১৭/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০১৭১০৮১৩৩ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৩-০৫-২০২৬ তারিখে ৪৭,৫১১.৮৫/- টাকা বকেয়া	২১.০৩.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৪,০০,০০০/- টাকার (চোদ্দো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১০.	**১. শ্রী নির্মল ঘোষ,** পিতা- নিতিশ ঘোষ বাজার পাড়া, কাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৪০৩ **২. শ্রীমতী টুম্পা ঘোষ,** প্রযত্নে- নির্মল ঘোষ বাজার পাড়া, কাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৪০৩ **সবাই আরও বসবাস করেন:** মৌজা-কাগ্রাম, ১০১২৮ এল.আর. খতিয়ান নং, ৩৭৩৯ এবং ৩৭৪০ আরএস এবং এল.আর. প্লট নং, ১০৪ জে.এল নং, থানা- সালারের অধীনে, মুর্শিদাবাদ জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৪০৩	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে, ৭৪২৪০৩, থানা- সালারের অধীনে, ১০৪ জে.এল নং, ১০১২৮ এল.আর. খতিয়ান নং, ৩৭৩৯ এবং ৩৭৪০ আরএস এবং এল.আর. প্লট নং, মৌজা-কাগ্রামে অবস্থিত কমবেশি ৩.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ২০.০৩.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	৯২৪০৩০০০৩৬৭৯০৮৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখে ২৬৩৭৫৬৯.০০/- টাকা বকেয়া (এই পরিমাণে ০৫-০৫-২০২৫ পর্যন্ত প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৯২৪০৩০০০৩৬৭৯০৯০ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখে ৪৯৩০৮.০০/- টাকা বকেয়া, (এই পরিমাণে ০৫-০৫-২০২৫ পর্যন্ত প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)	১১.০১.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৩,৫০,০০০/- টাকার (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১১.	**১. শ্রী হাকিম খান** পিতা- নুর মোহাম্মদ খান খেজুরদা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪২২	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ, এগ্রা থানার অধীনে, ২৮০১ খতিয়ান নং, ১০০৭ প্লট নং, ১৩৬ জে.এল নং, মৌজা- খেজুরদায় অবস্থিত কমবেশি ৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দলিল অনুযায়ী সীমানা: - উত্তরে: আমেনা নেশা বিবি দক্ষিণে: জানারা বেওয়া পূর্বে: লিয়াসিন খান পশ্চিমে: এসকে মোমিন	ক) ২০.০৬.২০২৬ খ) ১২.০২.২০২৬	৯২২০৩০০১০২৫২৭৪৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২০-০৬-২০২৬ তারিখে ১৪৯৭৮৩২.৪৭/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০১০২৫২৭৬১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২০-০৬-২০২৬ তারিখে ২৯৭৬৭.১/- টাকা বকেয়া	১৫.০২.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৪,০০,০০০/- টাকার (চোদ্দো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩০,০০০/- টাকার (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১২.	**১. শ্রী গৌরাঙ্গ রাউত** পিতা- হরিশ চন্দ্র রাউত, বালাগেরিয়ার কাছে, বিবেকানন্দ বাণীপীঠ, বড় রসুলপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪২২ **২. শ্রী হরিশ চন্দ্র রাউত** পিতা- মন্মথ নাথ রাউত বড়রসুলপুর, বালাগেরিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪২২ **৩. শ্রীমতী শিখারাণী রাউত** কন্যা- পঞ্চানন মান্না, বড়রসুলপুর, বালাগেরিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪২২ এছাড়াও:-মৌজা-বড়রসুলপুর, ৬৩৫ জেএল নং, ৭৩৯ প্লট নং, ১৫১৩ এলআর খতিয়ান নং, থানা- মারিশদা, এ.ডি.এস.আর-কাঁথি ২, নাচিন্দায়, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪২২-এ	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪২২-এ, এ.ডি.এস.আর- কাঁথি ২, নাচিন্দায়, মারিশদা থানার অধীনে, ১৫১৩ এলআর খতিয়ান নং, ৭৩৯ প্লট নং, ৬৩৫ জে.এল. নং, মৌজা- বড়রসুলপুরে অবস্থিত কমবেশি ৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দলিল অনুযায়ী সীমানা: - উত্তরে: ৭৪০, ৭৪৪, ৭৪৫ প্লট নং, দক্ষিণে: ৭ চওড়া রাস্তা, পূর্বে: ৭৪০ প্লট নং, পশ্চিমে: ৭০৯, ৭১০, ৭১১ প্লট নং।	ক) ২০.০৬.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০০৩৭৮৩৬৫৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২০-০৬-২০২৬ তারিখে ১৬৬৩৮৬১.১৪/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০০৩৭৮৩৬৬৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২০-০৬-২০২৬ তারিখে ৩০৫৩৭.৬/- টাকা বকেয়া	১১.০১.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৪,৭০,০০০/- টাকার (চোদ্দো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩০,০০০/- টাকার (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৩.	**১. শ্রীমতী গীতা প্রামাণিক** স্বামী- সুশান্ত প্রামাণিক **২. শ্রী সুশান্ত প্রামাণিক** পিতা- লক্ষ্মণ প্রামাণিক **৩. শ্রী সঞ্জয় প্রামাণিক** পিতা- লক্ষ্মণ প্রামাণিক **সবাই বসবাস করেন:** আবাদ, কুলিয়াডাঙ্গা হাসনাবাদ, হরি মন্দিরের কাছে উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৪৫৬	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে, হাসনাবাদ থানার এখতিয়ারের মধ্যে, ৫৫৯১ এলআর খতিয়ান নং, ৮৭২ এলআর প্লট নং, ২৭ জে.এল নং, মৌজা-আবাদ কুলিয়াডাঙ্গায় অবস্থিত কমবেশি ১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত সমস্ত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি সুশান্ত প্রামাণিকের নামে রয়েছে।	ক) ২৪.০৬.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৪০৩০০১৭৮৯৩২৭১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২৪-০৬-২০২৬ তারিখে ১৯,৯৯,৮৫৮.৩৩/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০১৭৮৯৩২৮৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২৪-০৬-২০২৬ তারিখে ৩১,০৩৩/- টাকা বকেয়া	১৬.০৩.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৩,৭০,০০০/- টাকার (তেইশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩০,০০০/- টাকার (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৪.	**১. শ্রী দুর্গাপদ মন্ডল** পিতা- গোপী কান্ত মন্ডল কালীবেলে, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১৪৬ **এছাড়াও:-** মৌজা-কালীবেলে, ১৯৬ জে.এল নং, ৯৪১ এলআর প্লট নং, ১০৪৫ এলআর খতিয়ান নং, থানা- মেমারি, ডাকঘর- কালীবেলে, বর্ধমান জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১৪৬-এ	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** বর্ধমান জেলার মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১৪৬, ডাকঘর- কালীবেলে, থানা- মেমারির অধীনে, ১০৪৫ এলআর খতিয়ান নং, ৯৪১ এলআর প্লট নং, ১৯৬ জে.এল নং, মৌজা-কালীবেলেতে অবস্থিত কমবেশি ৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দলিল অনুযায়ী সীমানা: উত্তরে: প্রভাস মন্ডল দক্ষিণে: প্রভাস মন্ডল পূর্বে: রামপদ মন্ডল পশ্চিমে: সুকুমার মন্ডল সম্পত্তিটি দুর্গাপদ মন্ডলের নামে রয়েছে।	ক) ১৭.০৬.২০২৬ খ) ০২.০৫.২০২৬	৯১৫০৩০০৫৬০৪৭৯৫৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৭-০৬-২০২৬ তারিখে ১১৬১৯১৮.০৯/- টাকা বকেয়া এবং ৯১৫০৩০০৫৬০৪৭৯৩০ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৭-০৬-২০২৬ তারিখে ১৬৩৭৪৬.১৮/- টাকা বকেয়া	০২.১১.২০২০ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১০,৫০,০০০/- টাকার (দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ১,৫০,০০০/- টাকার (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৫.	**১. শ্রী দীপস্মৃতি দাস পিতা- আশিস দাস** শিমুলিয়া কালীবাড়ি, শিমুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৬ **২. শ্রীমতী রেখা দাস প্রযত্নে- আশিস দাস** শিমুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৬ **এছাড়াও:** - মৌজা-শিমুলিয়া, ৫৫ জে.এল নং, ২৩০ এলআর প্লট নং, ৮৪৮ খতিয়ান নং, থানা- হাসনাবাদ, হাসনাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৬-এ	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৬, হাসনাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে এবং হাসনাবাদ থানার অধীনে, ৮৪৮ খতিয়ান নং, ২৩০ এলআর প্লট নং, ৫৫ জে.এল নং, মৌজা- শিমুলিয়ায় অবস্থিত কমবেশি ১১ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দলিল অনুযায়ী সীমানা: উত্তরে: ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা দক্ষিণে: রাম গোপাল দাসের জমি দ্বারা পূর্বে: অমিয় কুমার দাসের জমি দ্বারা পশ্চিমে: কালী কুমার দাসের জমি দ্বারা।	ক) ১৭.০৬.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৪০৩০০০৪৬৭৩১৯৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৭-০৬-২০২৬ তারিখে ১৪৪৯৮৮১.৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০০৪৬৭৩২০৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৭-০৬-২০২৬ তারিখে ৫০১৭০.৮/- টাকা বকেয়া,	২৫.১২.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৩,৫০,০০০/- টাকার (তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৬.	**১. শ্রী দেবদুত মূলা** পিতা- ধীরেন্দ্র নাথ মূলা **২. শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মূলা** পিতা- নিতাই মূলা **উভয়ই বসবাস করেন:** জ্যোতিসব প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফতেপুর, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৪৬ **এছাড়াও:** মৌজা- জ্যোতিসব, ১৪১ জে.এল নং, ৩৩৩ প্লট নং, ৫৯৩ খতিয়ান নং, থানা এবং এ.ডি.এস.আর- দাসপুরের অধীনে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৪৮-এ	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৪৮, এ.ডি.এস.আর এবং দাসপুর থানার অধীনে, ৫৯৩ খতিয়ান নং, ৩৩৩ প্লট নং, ১৪১ জে.এল নং, মৌজা- জ্যোতিসবে অবস্থিত কমবেশি ২.৯০৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দলিল অনুযায়ী সীমানা: - উত্তরে: শম্ভু মূলার জমি দক্ষিণে: গুণধর মূলা এবং বরামের জমি পূর্বে: হীরালাল মূলার জমি পশ্চিমে: ধীরেন্দ্র মূলার জমি।	ক) ১০.০৬.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০০৩১৫৪৪৭১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১০-০৬-২০২৬ তারিখে ২০০৬৪৯৭.০৪/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০০৩১৫৪৪৮৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১০-০৬-২০২৬ তারিখে ৩০৫৩৬.৫২/- টাকা বকেয়া	০৬.০১.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৭,৭০,০০০/- টাকার (সতেরো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩০,০০০/- টাকার (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৭.	**১. শ্রী চিরঞ্জিৎ মাজি** পিতা- রামপদ মাজি **২. শ্রীমতী সুপ্রিয়া সরকার মাজি** স্বামী- চিরঞ্জিৎ মাজি **৩. শ্রী রামপদ মাজি** পিতা- শীতল মাজি **৪. শ্রী উত্তম মাজি** পিতা- রামপদ মাজি **৫. শ্রীমতী লিপিকা ভৌমিক মাজি** স্বামী- উত্তম মাজি **সবাই বসবাস করেন:** পোল, খানাকুল হুগলি-৭১২৪০৬	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** হুগলি জেলার মধ্যে, খানাকুল থানার এখতিয়ারের মধ্যে, ৮১২৭ এলআর খতিয়ান নং, ৩৭৮৬ এলআর প্লট নং, ২৪ জে.এল নং, মৌজা-পোলে অবস্থিত কমবেশি ৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত সমস্ত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি চিরঞ্জিৎ মাজির নামে রয়েছে।	ক) ২২.০৬.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০১২৯০২৭১৩ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২২-০৬-২০২৬ তারিখে ২০,৪৪,৯৫৪.৯৬/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০১২৯০২৭২৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২২-০৬-২০২৬ তারিখে ৪৯,৯৬০.৫০/- টাকা বকেয়া	০৯.০৩.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৯,০০,০০০/- টাকার (উনিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৮.	**শ্রী জামিল আক্তার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আবুল কালাম আজাদ **ঠিকানা-** কাজলিকুরা, বিজলী চটকা, ডাকঘর কাজলিকুরা, থানা- সিতাই, হরিবালা হাটের কাছে, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৬৭।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, কোচবিহার জেলার অধীনে সিতাই থানা, মৌজা- হোকদহ আদাবাড়িতে অবস্থিত, ৫ জে.এল নং, ৮৪৬ এল.আর. খতিয়ান নং, ১২৫ পুরানো খতিয়ান নং, ৪৯৫ আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং-এর অধীনে প্রায় ০৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন। যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী):- উত্তরে: রেজানুল মিয়া দক্ষিণে: আনোয়ার মিয়া পূর্বে: নিজস্ব জমি পশ্চিমে: রাস্তা। সম্পত্তিটি জামিল আক্তারের নামে রয়েছে।	ক) ৩০.০৬.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	৯২৩০৩০০২৫৪৩০৭২০ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-র তারিখ অনুযায়ী ১৭৩৯০০০/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০২৫৪৩০৭৩৩ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-র তারিখ অনুযায়ী ২৬৪৭৭/- টাকা বকেয়া	০৯.০৫.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,২৬,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৯.	**১. শ্রী জাকির হোসেন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- তমিজউদ্দিন গ্রাম- ১ নম্বর ওয়ার্ড, পশ্চিম বালিচুক্কা, থানা গোয়ালপোখর, ডাকঘর- পাঞ্জিপাড়া, জুম্মা মসজিদের কাছে, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩২০৮। **২. শ্রী মোঃ আহমদ রাজা (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- জাকির হোসেন গ্রাম- ১ নম্বর ওয়ার্ড, পশ্চিম বালিচুক্কা, থানা- গোয়ালপোখর, ডাকঘর- পাঞ্জিপাড়া, জুম্মা মসজিদের কাছে, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩২০৮। **৩. শ্রীমতী আকলিমা খাতুন (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- জাকির হোসেন গ্রাম- পাঞ্জিপাড়া, বালিচৌর, থানা- গোয়ালপোখর, ডাকঘর- পাঞ্জিপাড়া, জুম্মা মসজিদের কাছে, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩২০৮।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে গোয়ালপোখর, মৌজা- পশ্চিম বালুচোক্কায় অবস্থিত ০৭ তৌজি নং এবং ৩ জে.এল নং, ৭০৫ নতুন খতিয়ান নং, ৪০৪ পুরানো খতিয়ান নং, ১২৮ পুরানো খতিয়ান নং, ৫৬৪ এল.আর. দাগ নং, ৫৪২ আর.এস. দাগ নং-এর অধীনে প্রায় ৩০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন। যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা: (দলিল অনুযায়ী) উত্তরে: আকলিমা খাতুন দক্ষিণে: সাহা আলম পূর্বে: পবন কুমার আগরওয়াল পশ্চিমে: কামরুল হোদা। সম্পত্তিটি জাকির হোসেনের নামে রয়েছে।	ক) ২৪.০৬.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	৯২২০৩০০৬৭২২১৫০৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-র তারিখ অনুযায়ী ২৭১৬৫৫৮/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০৬৭২২১৫২৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-র তারিখ অনুযায়ী ২৯২০১/- টাকা বকেয়া	০২.১২.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৪,৫০,০০০/- টাকার (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২০.	**১. শ্রী হাসানুজ্জামান হক (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মমতাজ উদ্দিন, ঠিকানা- পাতলাখাওয়া, কালারায়েকুঠি (শকুনি বালা) ডাকঘর- পাতলাখাওয়া, কাজীপাড়া মসজিদের কাছে, জেলা-কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৬৫। **২. শ্রী মস্তাজ উদ্দিন (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- নবিরুদ্দিন, ঠিকানা- পাতলাখাওয়া, কালারায়েকুঠি (শকুনি বালা) ডাকঘর- পাতলাখাওয়া, কাজীপাড়া মসজিদের কাছে, জেলা-কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৬৫। **৩. শ্রী মনিরুদ্দিন মিয়া (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মমতাজ উদ্দিন, ঠিকানা- পাতলাখাওয়া, কালারায়েকুঠি (শকুনি বালা) ডাকঘর- পাতলাখাওয়া, কাজীপাড়া মসজিদের কাছে, জেলা-কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৬৫।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, কোচবিহার জেলার অধীনে পুণ্ডিবাড়ি থানা, মৌজা-শকুনিবালায় অবস্থিত ১০৭৩ থাক নং, ৮ জে.এল. নং, ৬৩২/১ খতিয়ান নং, ৩০৮ এলআর প্লট নং, ১৯০ আরএস প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ০৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন। যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী) উত্তরে: ১২ ফুট চওড়া বেড মেটাল রোড দক্ষিণে: নিজস্ব জমি পূর্বে: নিজস্ব জমি পশ্চিমে: নিজস্ব জমি। সম্পত্তিটি মস্তাজ উদ্দিন ওরফে মস্তাজ উদ্দিন মিয়ার নামে রয়েছে।	ক) ২৪.০৬.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	৯২৪০৩০০২৬২৪৫৯৬৬ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-র তারিখ অনুযায়ী ২৪৭০৭৮২.৭/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০২৬২৪৫৯৭৯ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-র তারিখ অনুযায়ী ২৯৮৭০.৯/- টাকা বকেয়া	২৫.০৪.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২২,৩০,০০০/- টাকার (বাইশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে

নোটিশের বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগ্রহীতা এবং/বা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (১৩)-এর অধীনে, সাব-সেকশন (২)-এ উল্লেখিত নোটিশ পাওয়ার পর কোনো ঋণগ্রহীতা, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া নোটিশে উল্লেখিত তার কোনো সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ সাব-সেকশন (৮)-

যেখানে সিকিউরড ক্রেডিটর-এর বকেয়া পরিমাণ এবং তার দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়, সুরক্ষিত সম্পদের ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পাবলিক নিলামের নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা জনসাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণের আগে যেকোনো সময় সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে প্রদান করা হয়, - (i) সিকিউরড ক্রেডিটর দ্বারা ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর করা হবে না এবং (ii) যদি এই সাব-সেকশনের অধীনে উক্ত পরিমাণ প্রদানের আগে সিকিউরড ক্রেডিটর দ্বারা সম্পদের ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তবে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদের ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য উক্ত সিকিউরড ক্রেডিটর দ্বারা আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

তারিখ: ০৫.১০.২০২৬;
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত অফিসার;
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এজেন্ডাভিত্তিক যৌথ সহযোগিতাই ভবিষ্যৎ কূটনীতির ভিত্তি: জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর: বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনীতিতে উদীয়মান ও মাঝারি শক্তিধর দেশগুলির পারস্পরিক বোঝাপড়া ও যৌথ পদক্ষেপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর।

রবিবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত ৬২তম মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর বলেন, উদীয়মান ও মধ্যম সারির শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে, তাদের পারস্পরিক পার্থক্য সত্ত্বেও, যে বিষয়টি একটি সাধারণ যোগসূত্র হিসেবে কাজ করছে, তা হলো নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা। এক অর্থে, তাদের সবাই ক্রমশ আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। 'আত্মনির্ভর' শব্দটি ভারতেও বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়। এখন তাদের অনেকেই এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কাজ করছে যে, কোনও আলোচনা বা দরকষাকষিতে অংশ নেওয়ার সময় তারা ঠিক কী অবদান রাখতে বা কী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

ড. জয়শঙ্কর বলেন, পরস্পর-নির্ভরশীল এই বিশ্বে প্রশ্নটি হল, কে কিসের ওপর প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারে? যে কোনও লেনদেনের ক্ষেত্রে, সুবিধা বা নিয়ন্ত্রণ কি সরবরাহকারীর হাতে থাকে, নাকি ক্রেতার হাতে? উৎপাদনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে কি সেই নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়? নাকি বাজারের বড় অংশের দখল কিংবা ক্রয়ক্ষমতা থাকার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়? এর উত্তর হল, সেই পক্ষই ভালো অবস্থানে থাকে বা নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারে, যাদের হাতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং যাদের মধ্যে রয়েছে প্রবল প্রতিশ্রুতি ও দৃঢ় সংকল্প। বিশ্ব পরিস্থিতির কথা যদি বলি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে, আমার মনে হয় আমরা এখন এমন এক পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে আছি যাকে প্রায়শই 'গোল্ডিলকস সিনারিও' বলা হয়। অর্থাৎ, পরিস্থিতি খুব উত্তপ্তও হবে না, আবার খুব বেশি ভালোও হবে না, বরং সবকিছু থাকবে ঠিকঠাক মাত্রায়, মাঝামাঝি কোনও এক অবস্থায়।

জয়শঙ্কর আরও বলেন, বর্তমানে, তাদের (উদীয়মান ও মধ্যম সারির শক্তিগুলোর) মূল মনোযোগ কেবল অর্থনীতি বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রেই নয়, বরং আরও বলিষ্ঠ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সর্বতো ভাবে বৈচিত্র্য আনা এবং ঝুঁকি কমানোর ওপর নিবদ্ধ। নানা ভাবে তারা নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি বা কাঠামো দাঁড় করানোর কাজ করছে। তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা এজেন্ডা-ভিত্তিক সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তুলছে। উদীয়মান ও মধ্যম সারির শক্তিগুলোর ক্ষেত্রে মূল কার্যনীতি হওয়া উচিত এবং সম্ভবত ইতিমধ্যেই তা হয়েছে, পারস্পরিক অবস্থানের মধ্যে একটি যৌক্তিক মাত্রার সামঞ্জস্য বা অভিন্নতা বজায় রাখা। মতামতের হুবহু মিল বা স্বার্থের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোরালো অভিন্নতা থাকার যে প্রত্যাশা একসময় ছিল, বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা হয়তো অত্যধিক উচ্চ মানদণ্ড। দেশগুলোর একত্রে কাজ করার জন্য পারস্পরিক সংযোগ বা মিলের পর্যাপ্ত ক্ষেত্র থাকাই যথেষ্ট। ঝুঁকি কমানো, বৈচিত্র্য আনা এবং কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে একটি নতুন কাঠামো গড়ে উঠছে।

জনাদেশকে অপমান করাই কংগ্রেসের ডিএনএ: শিবরাজ

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর: নির্বাচনে হারের পর জনাদেশকে অস্বীকার ও অপমান করা কংগ্রেসের পুরনো অভ্যাস, আর এটি তাদের 'ডিএনএ'তেই রয়েছে, এই ভাষাতেই কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। রবিবার এক ভিডিও বার্তায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট করতে চাইছে।

রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে নিশানা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ বলেন, রাহুল গান্ধির নির্দেশে কংগ্রেস সভাপতি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে 'অবৈধ' বলে কটাক্ষ করেছেন। এটি সরাসরি গণতন্ত্র এবং জনগণের দেওয়া জনাদেশের চরম অপমান। এ ধরনের মন্তব্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে, গণতন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস তৈরি করে এবং সারা দেশে অরাজকতা ছড়ানোর এক অপচেষ্টা মাত্র।

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থানের কড়া সমালোচনা করে শিবরাজ সিং চৌহান প্রশ্ন তোলেন, কংগ্রেসের এই দ্বিচারিতা কেন? জিতলে নির্বাচন কমিশন ভালো, আর হারলেই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন? কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা কিংবা হিমাচলপ্রদেশে কংগ্রেস যখন জিতল, তখন কমিশন ত্রুটিহীন ছিল কী ভাবে?

ব্যালট পেপারে ভোট ফিরিয়ে আনার দাবির বিরোধিতায় আশির ও নব্বইয়ের দশকের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, সে সময় কী ভাবে বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেওয়া হত, দেশবাসী তা ভোলেনি। কংগ্রেস কি দেশকে আবার সেই অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়? স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে যেখানে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে কংগ্রেস কেন প্রযুক্তির বিরোধিতা করছে? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে শ্বাসরোধ করার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন জরুরি অবস্থার ইতিহাসও।

তিনি সাফ জানান, গণতন্ত্রকে পিষে দেওয়া কংগ্রেসের সংস্কৃতি। শুধু আজ নয়, অতীতে জরুরি অবস্থা জারি করেও তারা গণতন্ত্রকে দুর্বল করার পাপ করেছিল। দেশের মানুষ ভোটের মাধ্যমেই বারে বারে কংগ্রেসের এই চক্রান্তের যোগ্য জবাব দিচ্ছে এবং দেবে। কংগ্রেসের এই অসৎ উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না।

জম্মুর আখনুরে জোরদার তল্লাশি

জম্মু, ৪ অক্টোবর: আসন্ন নবরাত্রি ও দীপাবলি উৎসবের প্রাক্কালে জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। সম্ভাব্য যে কোনও নাশকতামূলক বা অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে জম্মুর আখনুরের ফলিয়ান মণ্ডল এলাকায় একটি বড়সড় তল্লাশি অভিযান চালাল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ।

উৎসবের মরশুমে এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ও নজরদারি নিশ্চিত করতেই এই যৌথ অভিযান চালানো হয়। এই তল্লাশিতে পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি অংশ নেন এসওজির মহিলা কমান্ডোরাও। গোটা এলাকা চিরুনি তল্লাশি করতে কাজে লাগানো হয় প্রশিক্ষিত ডগ স্কোয়াড এবং নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হয় ড্রোন প্রযুক্তি। উৎসবের দিনগুলিতে যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনে ধ্বংস ওষুধ তৈরির কারখানা

কিয়েভ, ৪ অক্টোবর: বেশ কয়েক মাস ধরেই ড্রোনের লড়াই চলছে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে। এবার রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনে ধ্বংস হয়ে গেল একটি ওষুধ তৈরির কারখানাটি। ওই কারখানাটি ভারতীয় সংস্থা কুসুম শিল্পগোষ্ঠীর মালিকানাধীন। রবিবারের এই হামলায় কারখানাটির বেশিরভাগ অংশই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলে খবর। মৃত্যু হয়েছে একজনের। আহত বেশ কয়েকজন।

১৯৯৪ সালে কুসুম শিল্পগোষ্ঠী ইউক্রেনে ভারতের ওষুধ সরবরাহ শুরু করেছিল। ২০০২ সালে সংস্থাটি অন্যান্য সংস্থার পণ্য সরবরাহ বন্ধ করে নিজেদের তৈরি পণ্য বিক্রি শুরু করে। তার পর তারা নিজেদের পণ্য উৎপাদনের উপর আরও বেশি জোর দেয়। ২০০৭ সালে ভারতে এবং ২০০৯ সালে ইউক্রেনের সুমি এলাকায় ওষুধ কারখানা তৈরি করে তারা। বর্তমানে প্রায় ৫০টির কাছাকাছি ওষুধ তৈরি করে কুসুম গোষ্ঠী। এই ওষুধ ইউক্রেন, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান-সহ ৯টি দেশে রফতানি করা হয়। বর্তমানে কুসুম গোষ্ঠীর কর্ণধার হলেন ভারতীয় শিল্পপতি রাজীব গুপ্ত। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তার পর গত চার বছরেরও বেশি সময় ধরে এই কারখানায় ওষুধ তৈরির কাজ অব্যাহত ছিল। কিন্তু রবিবারের হামলায় কারখানাটি প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। একাধিক ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ড্রোন হামলার পর কারখানার ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, এই হামলায় প্রায় ৪০০ কোটি টাকার (ভারতীয় মুদ্রায়) ক্ষতি হয়েছে ওই সংস্থাটির।

সম্প্রতি দ্রুতগতির অথচ তুলনায় সস্তার ড্রোন ব্যবহার করে ইউক্রেনে হামলা চালাচ্ছে ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়া। দ্রুতগতির ড্রোনকে অনেক সময়েই আটকাতে ব্যর্থ হচ্ছে ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। পাল্টা ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ভলোদিমির জেলেনস্কির দেশও। রাশিয়াকে 'শিক্ষা দিতে' এই সপ্তাহেই ২৫০ কিলোমিটার পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের কথা জানিয়েছে ইউক্রেন।

প্রতিষ্ঠান, এমএসএমই ও স্টার্টআপের শক্তিতেই বাস্তবায়িত হবে 'বিকশিত ভারত': উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর: ভারতের স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং উদ্ভাবনী স্টার্টআপগুলির যৌথ সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে 'বিকশিত ভারতে'র ভবিষ্যৎ রূপরেখা। রবিবার নতুন দিল্লিতে 'ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন।

বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে উপরাষ্ট্রপতি স্পষ্ট জানান, বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস ও ভরসা অর্জন ছাড়া কোনও জাতির পক্ষেই প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেন, ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির অন্যতম একটি দেশ এবং একই সঙ্গে দেশ দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে। অনুষ্ঠানে আইসিএসআই-এর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে সি পি রাধাকৃষ্ণন বলেন, দেশে সুশাসন ও সুদৃঢ় 'কর্পোরেট গভর্নেন্স' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এটিকে সুস্থায়ী উন্নয়নের একটি বৈশ্বিক মাপকাঠি হিসেবেও তিনি অভিহিত করেন।

পঞ্জাবে নাশকতার ছক বানচাল, একে-৪৭ রাইফেল-সহ ধৃত এক

অমৃতসর, ৪ অক্টোবর: পঞ্জাবে বড়সড় নাশকতার ছক ভেস্তে দিল পুলিশ। এক বিশেষ অভিযানে অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল অমৃতসর গ্রামীণ পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে চক্রের মূল পান্ডাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করার পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি অত্যাধুনিক একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল, ম্যাগাজিন, তাজা কার্তুজ এবং দুটি শক্তিশালী হ্যান্ড গ্রেনেড।

পঞ্জাব পুলিশের মহানির্দেশক গৌরব যাদব এই বড় সাফল্যের খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সীমান্তপারের ড্রোন ও আন্তর্জাতিক চোরাচালান নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই প্রাণঘাতী অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পাঠানো হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। ডিজিপি পঞ্জাব পুলিশ এক্স মাধ্যমে জানান, প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট যে ধৃত ব্যক্তি বিদেশে সক্রিয় চোরাচালান চক্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহের কাজ করছিল। অমৃতসরের ঘরিন্ডা থানায় অস্ত্র আইন ও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের নির্দিষ্ট ধারায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

জয়সলমীরে মুক্ত দু'টি 'গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড'

জয়সলমির, ৪ অক্টোবর: বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির 'গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড' সংরক্ষণে বড়সড় সাফল্য পেল দেশ। রাজস্থানের জয়সলমিরের ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক বা জাতীয় মরু উদ্যানের 'স্যাম' এলাকায় রবিবার সকালে দু'টি পুরুষ গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ডকে প্রকৃতিতে মুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (টুইটার) একটি পোস্টের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কথা জানান কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, রাজস্থানের মরুভূমিতে গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ডের অস্তিত্ব পুনরুদ্ধার ও তাদের ফিরিয়ে আনতে প্রায় এক দশক ধরে নিরলস পরিশ্রম করেছেন দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীরা। তাঁদের দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের ফলেই এই যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, এই সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভূপেন্দর যাদব লেখেন, 'গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড-সহ দেশের সমস্ত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আমাদের বৈজ্ঞানিক মহলকে নিরবচ্ছিন্ন দিক নির্দেশনা, উৎসাহ এবং সার্বিক সমর্থন জুগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাই।'

ময়দান

এশিয়াডে সোনাজয়ী ভারতকে কুর্নিশ বিসিসিআই সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ হোক কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এশিয়া কাপ হোক কিংবা এশিয়ান গেমস পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামলেই যেন ভারতীয় ক্রিকেটের গল্পটা বারবার একই জায়গায় গিয়ে শেষ হচ্ছে। জয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। জাপানের মাটিতে এশিয়ান গেমসের ফাইনালে পাকিস্তানকে ১৯ রানে হারিয়ে সোনার পদক জিতে নিল শ্রেয়স আইয়ারের ভারত। এর আগে মহিলাদের ক্রিকেটেও পাকিস্তানকে হারিয়ে সোনা জিতেছিল ভারত। ফলে একই এশিয়াডে পুরুষ ও মহিলা, দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হল ভারত।

ভারতের এই সাফল্যে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্ছ্বসিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তবে সাফল্যের আনন্দের পাশাপাশি পাকিস্তানকে নিয়ে বেশ কড়া মন্তব্য করেছেন বিসিসিআই সভাপতি মিঠুন মানহাস। তাঁর দাবি, পাকিস্তানকে এখন আর ভারতীয় ক্রিকেটের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেন না তিনি। বরং চাপের মুহূর্তে ভারতীয় দল যে ভাবে নিজেদের সামলে নেয়, তা বিশ্বের অন্য কোনও দলের পক্ষে করা সহজ নয় বলেই মনে করেন বিসিসিআই সভাপতি।

মিঠুন বলেন, পাকিস্তানকে হারানো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে আর আগের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখেন না তিনি। তাঁর মতে, ভারতীয় দল চাপের পরিস্থিতিতে যে মানসিক দৃঢ়তা দেখায়, সেটাই দলের সবচেয়ে বড় শক্তি। বড় ম্যাচে সেই আত্মবিশ্বাসই ভারতকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়।

এশিয়ান গেমসে ভারতের পারফরম্যান্সেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিসিসিআই সভাপতি। তাঁর মতে, গোটা প্রতিযোগিতায় ভারতই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী দল। গত বারও ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবারও সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে সোনা জিতে নিয়েছে তারা। বিশেষ করে ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছে তাঁকে।

তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফাইনালে ভারতের শুরুটা একেবারেই আদর্শ ছিল না। ওপেন করতে নেমে বড় রান করতে পারেননি বৈভব সূর্যবংশী। ফলে শুরুতেই কিছুটা চাপে পড়ে যায় ভারত। সেই জায়গা থেকে দলকে ম্যাচে ফেরান অভিষেক শর্মা এবং তিলক বর্মা। দু'জনের ব্যাটেই আসে অর্ধশতরান। তাঁদের জুটিই ভারতের ইনিংসকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ভারত ২১১ রান তোলে।

অভিষেকের ব্যাটিংয়ের আলাদা করে প্রশংসা করেছেন মিঠুন। তাঁর মতে, একজন ওপেনারের প্রধান দায়িত্ব হল শুরুতেই দলের ইনিংসের ভিত মজবুত করে দেওয়া। সেই কাজটাই করেছেন অভিষেক। অন্য দিকে তিলকও নিজের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেছেন। দলের প্রয়োজনের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ রান তুলে ভারতকে বড় স্কোরের দিকে নিয়ে গিয়েছেন তিনি।

ব্যাটারদের পাশাপাশি বোলারদেরও কৃতিত্ব দিতে ভোলেননি বিসিসিআই সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, ২১১ রান করার পর সেই রানকে জয়ের রূপ দেওয়ার জন্য বোলারদের সম্মিলিত পারফরম্যান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রত্যেকে নিজের জায়গা থেকে অবদান রেখেছেন। পাকিস্তানকে রান তাড়াতে নামিয়ে শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে ১৯২ রানেই আটকে দিয়েছে ভারত।

ফলে ১৯ রানের জয় নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের হাতে উঠেছে আরও একটি সোনার পদক। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের ধারাও বজায় রইল। আর সেই জয়ের পর মিঠুনের মন্তব্যে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটে দ্বৈরথের ইতিহাস যতই উত্তেজনাপূর্ণ হোক, বর্তমান সময়ে দুই দলের শক্তির ব্যবধান নিয়ে তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী।

টাইব্রেকারে পাঞ্জাব বধ বাগানের, শিল্ড ফাইনালে ডার্বির হাতছানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পেনাল্টি শুটআউটে পাঞ্জাব এফসিকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে উঠল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। রবিবার নির্ধারিত ৯০ মিনিট এবং অতিরিক্ত ৩০ মিনিট মিলিয়েও ম্যাচের ফলাফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি শুটআউটে বাজিমাত করে সবুজ-মেরুন।

শুরু থেকেই মোহনবাগান আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। তৃতীয় মিনিটেই লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের শট সামান্য দিক বদলালেও পাঞ্জাবের গোলরক্ষক অর্শদীপ সিং তা সামলে নেন। কয়েক মিনিট পর আশিস রাইয়ের পাস থেকে লি আরউইনের শটও পাঞ্জাবের রক্ষণ আটকে দেয়। ফ্রি-কিক থেকেও আরউইন বিপদ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু অর্শদীপ দুর্দান্ত সেভ করেন।

প্রথম ১৫ মিনিটের চাপ সামলে ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরে পাঞ্জাব। বাঁ দিক দিয়ে ম্যাংলেনথাং কিপগেন আক্রমণে গতি বাড়ান। ২১ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে প্যাট্রিক বাহানাকের হেড অল্পের জন্য বাইরে যায়। এরপর বিষ্ণু শর্মার পাস থেকে আলফ্রেড মোয়ার শটও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৩৭ মিনিটে বিষ্ণুর নিচু শট মোহনবাগান গোলরক্ষক বিশাল কাইথের হাতে জমা পড়ে।

দ্বিতীয়ার্ধেও লড়াই ছিল সমানে সমান। বিরতির পর নামা মহম্মদ সুহাইল দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে শট নিলেও অল্পের জন্য গোল হয়নি। ৬১ মিনিটে ডান দিকের ক্রস থেকে মোয়ার হেড গোলে ঢোকার বদলে জালের উপরের অংশে লাগে। ৮৫ মিনিটে সুভাসিশ বসুর হেডে মোহনবাগান গোল করলেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়।

অতিরিক্ত সময়েও কোনও দল গোল করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টিতে। সেখানে রাফায়েল মেসি বউলি, অশবীর সিং, রিশিকান্ত মেইতেইরা পাঞ্জাবের হয়ে গোল করলেও বিশাল কাইথ দু'টি শট ঠেকান। মোহনবাগানের হয়ে আলবার্তো রদ্রিগেস এবং মিগুয়েল ফেরেইরা গোল করে দলকে ফাইনালে পৌঁছে দেন।

ফাইনালে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ হবে ইস্টবেঙ্গল ও নর্থইস্ট ইউনাইটেডের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের বিজয়ী। ইস্টবেঙ্গল জিতলে কলকাতা ডার্বির সম্ভাবনাও তৈরি হবে।

ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে কলকাতা দর্শন, ইডেনে ক্রিকেটও খেললেন নুনেজ-তোরেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রাজিল ম্যাচের রেশ এখনও কাটেনি। যুবভারতীতে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের দেখতে যে ফুটবল উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, তার আবহ পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই কলকাতার সামনে হাজির আর এক বিশ্বকাপজয়ী দল। আগামী ৬ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে। ম্যাচের আগে অবশ্য মাঠের বাইরেই বেশ ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন দিয়েগো ফোরলানের দলের ফুটবলাররা।

ভারত ম্যাচের প্রস্তুতির মাঝেই কলকাতার দর্শনীয় জায়গাগুলি ঘুরে দেখার সুযোগ হাতছাড়া করেনি উরুগুয়ে দল। মঙ্গলবার ম্যাচ থাকলেও তার আগের দিন অনুশীলনে নামেনি দলটি। কলকাতার প্রতিকূল আবহাওয়া এবং বৃষ্টির কারণেই অনুশীলন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে অনুশীলন না-হলেও শহরকে কাছ থেকে দেখার ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখেননি উরুগুয়ের ফুটবলাররা।

'সিটি অফ জয়ে'র অন্যতম পরিচিত প্রতীক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘুরে দেখেন তাঁরা। সাদা পাথরের ঐতিহাসিক স্থাপত্যের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন ফুটবলাররা। কলকাতার ইতিহাস ও স্থাপত্যের সঙ্গে পরিচিত হন তাঁরা। উরুগুয়ে ফুটবল দলের পক্ষ থেকেই সেই মুহূর্তের ছবি সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পর ফুটবলাররা যান সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালেও। সেখানেও বেশ কিছুটা সময় কাটান তাঁরা।

তবে কলকাতা সফরে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্ত তৈরি হয় ইডেন গার্ডেন্সে। ভারতে ক্রিকেট যে কতটা জনপ্রিয়, তা উরুগুয়ের ফুটবলারদের অজানা নয়। তাই কলকাতায় এসে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম ঐতিহাসিক মাঠ ইডেনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগও কাজে লাগান তাঁরা। শুধু মাঠ পরিদর্শনেই থেমে থাকেননি। ব্যাট-বল হাতে নিজেরাই নেমে পড়েন ক্রিকেট খেলতে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION
WBSDB/EE/CED-II/ NIQ-11(e)/2026-27
e-tender are invited by the Executive Engineer, Civil Engineering Division No.-II. Sundarban Development Board from the reliable bonafide resourceful contractors Supply of 01 (one) no. Motor Launch on daily hire basis for inspection of works sites for the use of the Executive Engineer, CED-II. Details may be had from the office of the EE/CED-II/SDB on working days during office hours or in website https://wbtenders.gov.in Publishing date : 05.10.2026 at 18:00 hrs. Bid submission start Dt. – 06.10.2026 at 11:00 hrs. Bid submission end Dt. – 20.10.2026 at 15:00 hrs. Sd/- Executive Engineer, Civil Engineering Division No.-II, Sundarban Development Board.
ICA- T18660(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No. KMDA/CIVIL/NIQ/03/EE/CD/SWM OF 2026-27
e-Quotations is invited by the Executive Engineer Central Division, SWM Sector, KMDA, KMDA, 5th floor, Unnayan Bhawan, Kolkata-700091, from bonafide, reliable, experienced & resourceful firms / individuals contractors, joint ventures / consortium, for the work, **Name of Work, Earnest Money, Time of Completion,** Carrying out detailed topographical survey, preparation of layout drawing and design of drainage network in three locations viz. a) In and around Saheb Colony crossing on Kalyani Expressway and then up to Trimohini Khal along Naihati Habra Road for proposed Drainage pumping station with necessary network. b) In and around Balibhara Road in Jetia Gram Panchayet for proposed drainage scheme with necessary network. c) In and around Kampa Chakla in Jetia |Gram Panchayet for proposed drainage scheme with necessary network in Naihati Assembly Constituency., 2% of the Quoted Amount. The initial Earnest Money deposit shall be Rs.5,500.00 and a balance (if any) of 2% shall have to be deposited on acceptance of bid, 15 Days, **Date & time limit for submission of Tender:** 13.10.2026 upto 14:30 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-601)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T18657(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

যে আবেগে প্রস্তুত হচ্ছে মায়ের পুজো

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

সরকার পাল্টেছে। সময়ও। কিন্তু 'মা 'পাল্টায় নি। বলছি মৃন্ময়ী মায়ের কথা। মানি মিলেমিশে হবে মায়ের পুজো। আগের তৃণমূল আর এবারের পদ্মফুলের শোভায় হবে এবার মায়ের আগমন প্রস্তুতি। ভালো। মিটিং হয়ে গেছে অনেক আগেই। সবটা খুলছে না তৃণমূল। মানে, অর্থ উৎস। অন্যদিকে পদ্ম দিশেহারা। প্রায় ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি সবই পদ্মের। মানে জানে না তাদের জন্য এবারে পুজোয় কত অর্থ বরাদ্দ। কি বাজেটে হয় পুজো! বিকেলে চলছে বৈঠক। কি করে কি করা যায়! ওরা তো আর পুজো মন্দ করত না, তা সে যেভাবেই করুক! অ্যাড নেই, কন্সট্রাকশন হচ্ছে না মানে নো প্রমোটিং,ইউনিয়ন ,বাজার নেই,স্পনসর তেমন নেই। আরও আরও আরও.....! তবে? তবে আর কি--- চাঁদায় পুজো হবে। জনৈক বলছে---ছাই হবে। অঞ্জলীকে ধরেই বললো -- কিরে কেমন আছিস? বোস। সময় আছে তো?--- আছে। বলুন কাকু? তারপর অনেক অনেক কথা.......। অঞ্জলীর চাকরি নতুন। সরকারি। সুতরাং মায়ের জন্যে অনেকটা অর্থ দরকারি। পাড়ার পঁচা ব্যবসায়ী। চালের। সুতরাং অষ্টমীর ভোগের চালের ও ডালের জোগাড় হয়ে যাবে। থানার ওসি থাকে পাড়ায়। সুবেনিয়ার আর কিছু কুপন নিয়েই অন্যবার থাকতো। এবার ঠাকুরের খরচার আবদার। স্যার, দুঃখে সম্মত হয়েছেন। মা বলে কথা। 'গাবলু হাবলু ডেকারেটার্স' দায়িত্ব নিয়েছে প্যান্ডেলের। 'তরুণ ইলেকট্রিক'আলোটা সামলাবে। 'তুলিকা আর্ট স্কুল'কে বলা আছে প্যান্ডেলের ভেতরের সাজসজ্জা সামলাতে। রাজা দা ফাঁকি দিচ্ছে। ব্যাটা কর্পোরেট কর্পোরেট করে পার পাবে না। রাত সাড়ে এগারোটায় ধরা হয়েছে সপ্তমীর খরচ দেওয়ার জন্যে। হ্যাঁ, অসম্মতিতে-ও না করেনি। না, এবারে অর্থাভাব তাও ঘুচবে না। পাগলটাকে কাজে লাগানো হয়েছে পুজোর উপভোগ করার জন্যে। পাশে অন্য জায়গা থেকে ভিখারী কে তুলে এখানে বসানো হয়েছে অন্যান্য কাজ কর্ম দেখার জন্যে। হ্যাঁ, পটলার বুদ্ধিতেই দুটো রোজ তো বেঁচে গেলো। আর বাকিটা চাঁদা দিয়ে ঠিক হয়ে যাবে। আর এক লাখ তো আছেই....।

প্রায় সারা পশ্চিমবঙ্গে এই ভাবেই প্রস্তুতি হচ্ছে। বড় পুজোর খবর জানি না। পাড়ার পুজো বেশ বিপদে। কারণ সহযোগিতা তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। খুব অসন্তুষ্টি তে সম্মত হচ্ছে সকলে।

না,এবার বিসর্জনে ওটা হবে না। পুজো মিলেমিশে বললে ভুল বলা হবে। মায়ের আবেগে ভাগ হয়ে গেছে। কিভাবে পুজো হবে তাই নিয়ে চিন্তায় সকলে। মূল কথা কালেকশন। পুজোয় টাকা যোগাড় করাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ পাড়ায় পাড়ায় পুজো। সব সময়ই ছিল। কিন্তু..... আছে অনেক কথা। হ্যাঁ, কত আর চাঁদা দিতে পারে! সরকার সুবিধা দিলেও তাতে তেমন হয় না। বড় পুজো কতটা সার্থক রূপায়ণ নেবে জানি না। তবে এটা বুঝি যে বাইয়ের প্রস্তুতিতে এখন রাজনৈতিক ছায়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ছায়া পড়ছে। কারণ মনে মেজাজে যে তৃণের আবেগ এখনো আছে। মানে একরাশ মাতব্বর, মানে একরাশ আঁতেল, মানে একরাশ সমালোচক। কিন্তু এই সব ভিন্ন মতের ছিন্ন মুলের এখন সমালোচনা ছাড়া কিছুই করার নেই। প কিন্তু তাই দিয়ে কি পুজো হয়? উৎসব এনজয় করতে পারে সবাই কিন্তু পুজো নিষ্ঠায় করতে পারে ক'জন? আর তাই বোধ হয় সরকার এবার পুজোয় জোর দিয়েছেন বেশি উৎসবে ততটা নয়। কারণ উৎসবে যে আনন্দ, যে উচ্ছ্বাস,যে আদিখ্যেতা দেখা যায় পুজোয় সেটা কখনোই কাম্য নয়। পুজোয় লাগে নিষ্ঠ, সততা ভালোবাসা এবং ঠাকুরের প্রতি আন্তরিকতা। কিন্তু তেমন মানুষ দিয়ে পূজোর আসর সাজানো খুব কঠিন। সুতরাং পুজোর আবেগ দিয়ে সঠিক ভাবুক, যথেষ্ট চিন্তিত, যথেষ্ট সহমর্মী মানুষ খুব কমই আছে।

কত মানুষের কত কিছু জড়িয়ে আছে পুজো কে ঘিরে। অনেক আবেগ আমাদের জীবনের প্রতি ছড়িয়ে দিয়ে যায় এই পুজো। তাই আমাদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষায় এই পুজো। আমাদের বিশেষত বাঙ্গালীর,বিশেষত হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ উৎসব হলো দুর্গাপুজো। এই দুর্গা পুজোকে ঘিরে কত আবেগ,কত সৃষ্টি,কত লয়, কত প্রত্যয়, কত সংস্কৃতি, কত অনুভব, কত আনন্দ, কত প্রেম, কত মায়া আমরা পেয়ে থাকি। আমাদের মনের মধ্যে দিয়ে এক দুরন্ত উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। কবে আসবে পুজো, কবে আসবে পুজো-- সারা বছর ছোট থেকে বড় সবাই অপেক্ষায় থাকে। আমরা বাঙালি আমাদের শ্রেষ্ঠ পুজো হলো দুর্গা। আমরা আমাদের দুর্গাপূজাকে খুব আনন্দের সাথে গ্রহণ করি। আমাদের ইচ্ছা -অনিচ্ছা, ভাব-আবেগ আমাদের ভালোবাসা- মৈত্রী, লয় - প্রত্যয় সমস্ত কিছুই ঘিরে থাকে এই পুজোর অটুট আবেগ।

এবারের পুজো একটু আলাদা হবে সেটাই স্বাভাবিক। বিগত বছরগুলোর পুজোতে যে সমস্ত অসঙ্গতিগুলো ধরা পড়েছিল তা অন্তত এবারে দেখা যাবে না। মহালয়ার অনেক আগেই বড় পুজোর উদ্বোধন এবারে অন্তত আর দেখা যাবে না। এটাও আশা করা যেতে পারে যে এবারে অন্তত শিল্পীর চাহিদা বাড়বে। শিল্পকর্মের ওপর মানুষের যে বিশ্বাস,যে ভালোবাসা রয়েছে সেটা অন্তত এবারে তাদের শিল্পকলার মধ্যে দেখা যাবে। কারণ এর আগে শিল্পী থেকে যারা শিল্প কারিগর তাদের গুরুত্ব মাত্রাধিক ছিল। মনেহয় এটা এবার দেখা যাবে না।

মাকে ঘিরে আমাদের আবেগ অনেক বেশি। তাই মায়ের পুজোয় আমাদের কোন রকম দ্বিধা দেখতে পাওয়া যায় না। এই পৃথিবীতে যাদের নিজেদের মা নেই মনে হয় তারাই অনেকবেশী মাকে ঘিরে অনেক ও আরো আন্তরিক। আরো আবেগময়। মায়ের মূর্তিতে খুঁজে পেতে চায় নিজ

মায়ের ছন্দ। সারা বছর ধরে পয়সা জমিয়ে অনেক বস্ত্র কিনে কোন একজন গরীব অভাবী সদস্যও পুজোর সময় তার থেকে অভাবিকে বস্ত্র বিতরণ করতে পারে। এমন মানুষও দেখতে পাওয়া যায়, যারা এই পুজো ঘিরে কোনো রকম মুনাফা করতে চায় না। তা সে বাঁশ বাধার লোক, মৃৎশিল্পী

আলোকসজ্জা, ঢাকি যেই হোক না কেনো। আর আরো যারা পুজো প্রস্তুতিতে সেরা ভূমিকা নেয় তারা হলো নিজ নিজ পাড়ার লোক। তাই পাড়ার পটলা বাঁশ উপরে তুলতে সাহায্য করতে পারে। মেঘনা নামকরা শিল্পী হলেও নির্দ্বিধায় পুজোয় অন্য অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে বিনা পয়সায় নৃত্যানুষ্ঠানের কথা দেয়। পুষ্প দিয়ে পুজো মণ্ডপ সাজাবে বলেই নাকি মালাদি ছয়মাস ধরে রং বেরঙের ফুল তৈরি করেছেন নিজের নার্সারিতে। ভাবুন তো এটা কম কথা হলো! ভাবুন তো এক্স আর্মি বলছে -- আমাকে মাটি কোপানোর কাজ থাকলেও দিস। রিটায়ার্ড হয়েছি বলে মায়ের কাজে অবসর চায় না। শান্ত হয়ে গেছে বখাটে ছেলেটি। কারণ ও এখন পুজোর সহ সম্পাদক। সুতরাং লজ্জাজনক কাজ থেকে এবার মুক্তি। প্রেম-ভালোবাসা চিরকাল ছিল থাকবে। আর পুজোর সময় সেটা বাড়বে সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু সেই প্রেম যে এবার মন্ডপ সজ্জায় দীর্ঘ সময়ের সাক্ষী থাকবে তা কে জানত? এই রকম কত কত কত....। আপনি আমি সবাই জানি পুজোর অপেক্ষায়- ই আসলে উৎসবের মত।

তিলোত্তমার পূজা আয়োজন জমজমাট ও জাঁকজমক ভরা

রথীন কুমার চন্দ

শহরের রাস্তা মুখ ঢাকছে বিজ্ঞাপন ঘনঘটায়।বিজ্ঞাপন পিছু ছাড়ছে না, আবার বিজ্ঞাপন বাজারে হাটে বিক্রির গ্রাফ বাড়িয়ে চলেছে। বিজ্ঞাপন দোকানের, বাজারের লাইফ লাইন। বিক্রির মাইলেজ বৃদ্ধির কারণ বিজ্ঞাপন। উৎসবের আমেজ বিজ্ঞাপন জোয়ার আনে বিক্রির সঞ্জিবনী সুধায়।

রাস্তার ধারে বাসের মাচা অপেক্ষায় রয়েছে কতক্ষণে তাদের কাধে হর্ডিং বসবে। হরেক মালের মেলার আসরে এই হরডিং জানান দিচ্ছে পুজো এসে গেছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দোরগোড়ায় ঠক ঠক করছে। শহরের আবহাওয়ায় কাস ফুলের আমেজ পাওয়া যায় না। পেজা তুলোর এক চিলতে আকাশ হাই রাইজের মাঝে দূরবীন দিয়ে খুজে পাওয়া যাবে না।

হর্ডিং হাতছানি দিয়ে ডাকছে, টার্গেট ক্রেতা সমাজ। নির্বাক হর্ডিং একদিকে পুজোর প্রতীক, ভোগবাদী দুনিয়ায় living for existence এর এক ও একমেব অদ্বিতীয়ম উদাহরনের সমাহার।

ছোট, বড়, মেজো পূজো কমিটির সজো সাজো রবের মাঝে দেবীকে সমাদরে মন্ডপে নিয়ে আসার তোড়জোড় চোখে পড়ছে। পুজো মার্কেটিং জোরদার চলছে, রাস্তায় কেনাকাটার জের আছড়ে পড়ছে। বড় মল থেকে ফুটের দোকানিদের দম ফেলার ফুরসত কোথায়।

রাস্তার বাড়িগুলো আলকসজ্জায় সেজে উঠছে, উৎসবকে বলছে আয় মা ঘরে আয়, দেরী সইছে না,

আবাহনি গানের ঠেলায় উৎসব দোরগোড়ায় এসে গেছে বা সমাগত প্রায়।

দাত খিচোনো রাস্তাঘাট উৎসব মুখরিত কোলাহলের মাঝে উৎসবের আলো ফিকে করে দিচ্ছে।

থিম পুজোর কলরবে হারিয়ে যেতে বসেছে সাবেকি পুজোর আয়োজন। থিম পুজোর প্রতিযোগিতা ও আয়োজন শহরতলির বুকে epidemic -এর মত ছড়িয়ে পড়েছে। বাজেট যাই হোক প্রচারের যুগে ছোট থেকে বড় সবাই এই গড্ডালিকায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে।

চাঁদা আদায়ের প্রক্রিয়া অনেক আগেই শুরু হয়েছে, এখন শেষ মুহূর্তের advertisement সংগ্রহের হুড়োহুড়ি লেগেছে, নিজেদের ছাতার তলায় কতটা advertisement যোগাড় করা যায়, চূড়ান্ত বা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। এগুলো পুজো কমিটির রসদ, পুজো সুচারু রুপে পরিচালনা করার আধুনিক উপায়।

জোরদর চমক হতে হবে রাজধানীর মতনই তা যে সে রাজধানী নয়, দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে কথা, সেখানে সাংস্কৃতিক মানদন্ড একটা বিচারের বিষয়, কারণ শুধু রাজ্যের নয় পাশাপাশি রাজ্য এবং অন্যান্য রাজ্যের বাঙালিরাও মাঝে মাঝে নিজের বাংলাভাষী রাজ্যের নারীর টানে, ফিরে ফিরে আসে কতটা বদলেছে? কতটা পাল্টেছে, কতটা এগিয়েছে এবং স্বয়ংভরতার দিকে কিভাবে এগোচ্ছে।

থিম দিবস বাঙালি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে প্রতিযোগিতার মান কতটা উন্নত হচ্ছে সাবেকি বারোয়ারি এখন আধুনিক বারোয়ারিতে পরিণত হয়েছে সেই অর্থে পুজোর আয়োজন কতটা আন্তরিক কতটা পরিবেশবান্ধব কতটা ভাবনা চিন্তা প্রণোদিত সেটাই দেখার থাকে।

উৎসব মানেই আনন্দ সেই আনন্দকে সবার মাঝে ভাগ করে নেওয়ার রীতিনীতি এখনো বজায় আছে কিনা বজায় থাকলে সেটার সাত কি রকম এবং এখনো পর্যন্ত দেখা যায় অনেক বারোয়ারি সিনিয়র সিটিজেনদের এই পুজোর আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার অন্য মানুষজনদের বা বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত মানুষজনদের মধ্যে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার নাম উৎসব।

পুজোর উৎসব মুখরতা মানেই পুজোর আলোর রোশনাইয়ের কেরামতি ইলেকট্রনিক্সের আলো আসার আগে পুজোর এই আলোর নানা রকমের সাজ সজ্জার পাহাড় ছিল মানুষ সেই সমস্ত আলোর বাহক ছিল। কেউ পিঠে কেউ মাথায় সেই সমস্ত গ্যাসের আলোকে নিয়ে হেঁটে যেতেন উৎসবের আনন্দ মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিতে।

বর্তমানে সেই আলো ইলেকট্রনিক্সের গতি পাওয়ার সাথে সাথে ধ্যানধারণাও পাল্টে গেছে আলোকে একটা আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্যে আনতে কাঠের কাঠামোর ওপরে তাকে স্থিতিশীল করা হয় বিভিন্ন বিষয়ের উপরে আলোকপাত করার জন্য সেই আলো মানুষকে উৎসবের দিনগুলোতে আনন্দ দিতে বদ্ধপরিকর থাকে। আলোকে উৎসব মুখরতার আনন্দে বন্টন করতে ভারতের পশ্চিমবাংলার হুগলি জেলার চন্দননগর শহরের প্রয়াস সারা বছর ধরে চলতে থাকে। সেই প্রয়াসে আজ পর্যন্ত শামিল আছেন চন্দননগরের বিখ্যাত সব আলোর কারিগররা তার মধ্যে শ্রীধর বাবু পাল এরা বিখ্যাত উনারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় দেখিয়ে থাকেন।

উৎসবমুখর এই দিনগুলোতে আলোর এই সার্বিক প্রয়াস মানুষকে আরো আনন্দ মুখরিত হওয়ার উৎসাহ যোগায় তাদেরকে এই আনন্দে আরও সামিল হতে সাহায্য করে এবং অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনকেও এই উৎসবমুখর দিনগুলোতে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে আরো আনন্দমুখর করতে সামিল হন।

আলোর রোশনাই কে এই আলোর কারিগররা সারা বছর ধরে যে সমস্ত ছাড়া জাগানো বিষয় যেগুলি খবরে কাগজের এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সর্বোচ্চ শিরোনামে থাকে এবং সর্বোচ্চ টিআরপি জোগাড় করতে সক্ষম হয় সেগুলিকে আলোকপাত করতে তারা চেষ্টার পরশু রাখেন না। আলোর মধ্যে দিয়ে কত কিছু ফুটিয়ে তোলা যায় আলোর মধ্যে দিয়ে কত কথা ভাবনা চিন্তা ও প্রয়াস বেরিয়ে আসে তার উৎকৃষ্ট সংস্করণ গুলি বিভিন্ন প্যান্ডেলে এই উৎসবমুখর দিনগুলিতেই দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়। এই সময় আলোর কালিগররা চূড়ান্তভাবে ব্যস্ত থাকেন ফাইনাল টাচ দেওয়ার জন্য সারা বছরই তাদের ব্যস্ততা থাকে সেই সমস্ত আলো গুলোকে প্রাথমিক ও পরবর্তী পর্যায়ে এক সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনার মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত যখন এই আলোর কারিগরি রূপদান সম্পন্ন হয় এবং আলোর রোশনাইয়ে বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ গুলি আলোকিত হয় দর্শকদের শ্রদ্ধা ভালবাসা ও অভিনন্দন ঝরে পড়ে তখন তাদের সারা বছরের সন্ধান সাফল্য লাভ করে।

আলোর কেরামতি তৈরি করার জন্য পূজোর গন্ধেরও প্রয়োজন হয় না আমি যেন প্রয়োজন হয় না এবং উৎসব মুখরতা কোন প্রয়োজন হয় না।

আলোর কারিগররা সারা বছরই তাদের সমস্ত নির্যাসটুকু ওই আলোর কারিগরি বিদ্যাতেই নিবেদন করেন। তাদের এই নিবেদন থাকে যাতে আগামী দিনগুলোতে তাদের রুজি রোজগারের নিশ্চয়তা অটুট থাকে। আলোর কারিগররা জীবন্ত বিশ্বকর্মা যাদের হাত দিয়ে আলোর এই কারিগরি শিল্প বর্তমানে যেমন অটুট আছে আগামী দিনেও যেন অটুট থাকে মানুষকে আরও উৎসব মুখরতার আনন্দ প্রদানের জন্য। কারণ আনন্দ যেন আমাদের জীবন থেকে ক্রমশ হারিয়ে চলেছে এই আনন্দ যেন অটুট থাকে মানববন্ধন কে অটুট রাখার জন্য।

পুজোর গন্ধ মাখো মাখো হয়ে উঠছে প্রকৃতি, তার সাথে বাঙালি সমাজ তাকে সামনে রেখে ব্যবসায়িক সাফল্য ধরে রাখতে, সারা বছর ধরে যে অপেক্ষায় থাকে। তাদের ব্যবসা লাভের মুখ দেখুক সেই আশাতে দিন গোনা এবং সেই দিনগুলো কাজে লাগাতে ছোট বড় মাঝারি সব ধরনের ব্যবসায়ীরা পুজোর বিজ্ঞাপনের জন্য উদ্যোগী হয়।

আধুনিক যুগের ব্যবসাকে বাড়ানোর জন্য বা লাভজনক করার জন্য বেশি কিছু চিন্তা-ভাবনা বা কায়িক পরিশ্রম করতে হয় না বরং বুদ্ধি ও মেধার জোরে সেই ব্যবসাকে লাভজনক করে তোলার প্রযুক্তিগত প্রয়াস করাটাই যথেষ্ট।

বিভিন্ন সমাজ মাধ্যম থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে পুজোর হরেক বিজ্ঞাপন আমাদের যখন চোখে পড়ে তখন এমনিতেই পুজোর জন্য মন আনচান করে ওঠে।

পূজন্মুখী করতে এই ধরনের প্রয়াস বা বিজ্ঞাপন শুধু আজকে নয় যতদিন ধরে এই বিজ্ঞাপনের রমরমা হয়েছে, ততদিনই ব্যবসায়িক সাফল্য বেড়েছে।

বিভিন্ন ধরনের শাড়ি, জামা কাপড়, জুতো সাজগোজের জিনিসপত্রের বিজ্ঞাপন এখন কাগজের পাতায় পাতায় নিউজ চ্যানেলের বিজ্ঞাপন বিরতির মধ্যে এবং হরেক রকম সমাজ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে এর ব্যবহার চলছে।

পাশাপাশি যে সমস্ত শহরভিত্তিক পুজোগুলো রয়েছে সেই সমস্ত পুজো মন্ডপের আশেপাশে বিজ্ঞাপন দেওয়ার যে স্থানগুলো সেগুলোকে বিভিন্ন পোশাক পরিচ্ছদের এবং স্বর্ণকার ব্যবসায়ীরা নজর কারা স্থানগুলোতে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ এবং সোনা গয়নার যা কিছু বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দর্শকদের আকর্ষণ করে ।

সেগুলি হোর্ডিং হোক, গ্লো সাইন ও ফ্লেকস বোর্ড অথবা ছোট ছোট কাগজে সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার চলতি রীতিকে কাজে লাগানো হয়। ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য।

পুজোর বিজ্ঞাপনের জন্য এক একটা স্থানের একেক রকম ভাবে মূল্য বিচার হয় এবং তার জন্য বিভিন্ন পুজো সংগঠনগুলি দক্ষিণা পেয়ে থাকে ওই সমস্ত বিজ্ঞাপন দাতাদের থেকে এবং এর ফলে কল্লোলিনী থেকে শহরাঞ্চলের যে সমস্ত নামি দামি পুজো আছে তারা সেজে ওঠে এক নব উন্মাদনায়।

আলোর বন্যায় পুজোর বিজ্ঞাপন গুলো তৈরি করে এক মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক, কুহকিনী মায়াজালের আবহে। বিজ্ঞাপনের ভাষাতে তাকে জাদু, ভাষাতে দেওয়া হয় নানা রকম রূপদান আর ছবিতে থাকে উৎসবমুখর আনন্দঘন বিহ্বলতা।

বিজ্ঞাপন যখন আয়ের উৎস, তখন পুজো সংগঠনগুলি বিকল্প এই আয়ের উৎস গুলোকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগায় উৎসবকেন্দ্রিকতাকে আরো উৎসব মুখর করে তোলার জন্য এবং আগামী দিনে তাদের পুজো সংগঠনের আয় বাড়াতে এবং সমৃদ্ধি যোগাতে। মনিকাঞ্চন যোগ আয়ের বড় আঁধার, সেই আঁধারকে কখনোই পায়ে ঠেলে দেওয়া যায় না তাই বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজতে বিজ্ঞাপনকে কাজে লাগানো হয়।

পুজোর বিজ্ঞাপনের গতিপ্রকৃতি একেক জায়গায় একেক রকমের । রেডিওতে বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেল থাকে টেলিভিশনে থাকে ছবি তার সাথে জিংগেল। সমাজ মাধ্যমে তাকে প্রদর্শনের ব্যাপার সেখানে বিজ্ঞাপিত জিনিসগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দাম ইত্যাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন।

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে

সরবেড়িয়ার সনাতন সাহা বাড়ির ১২৩ বছরের দুর্গোৎসব

শরতের নীল আকাশে কাশফুল দোলে, ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় যখন বাংলার মাটিতে উৎসবের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, তখন সরবেড়িয়ার সাহা বাড়িতেও শুরু হয় এক পুরনো অপেক্ষা; মায়ের বাড়ি ফেরার অপেক্ষা। এ অপেক্ষা শুধু একটি পরিবারের নয়; এ অপেক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১২৩ বছরের ইতিহাস, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও বংশপরম্পরায় বয়ে চলা এক ঐতিহ্য।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সাহা পরিবারের পূর্বপুরুষ সনাতন সাহা পৈশার বাসিন্দা ছিলেন এবং ব্যবসার সূত্রে কটক থেকে এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। তৎকালীন সময়ে এখানে তামাকের চাষ ও ব্যবসা ছিল তাঁদের জীবিকার অন্যতম ভিত্তি। তামাক শুকিয়ে ও প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন ধরনের তামাক তৈরি হত। সময়ের সঙ্গে ব্যবসা সমৃদ্ধ হয়, বাড়তে থাকে জমিজমা ও প্রতিপত্তি, আর একসময়ের ব্যবসায়ী পরিবার ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় জমিদার পরিবার হিসেবে। গড়ে ওঠে এই ঐতিহ্যবাহী বড়বাড়ি;বাহিরমহল, অন্দরমহল, ঠাকুরদালান আর জমিদারি জীবনের নানা স্মৃতি নিয়ে।

কিন্তু এই বাড়ির সবচেয়ে বড় পরিচয় তার জমিদারি নয়; তার মা দুর্গা।

পরিবারের প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, সনাতন সাহা একদিন দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করেন। মা তাঁকে নিজের আরাধনা করতে বলেন। কিন্তু তখন তাঁর সামর্থ্য ছিল সীমিত। তিনি মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, অ্মা, তোমার পুজো আমি কী দিয়ে করব?দ দেবীর উত্তর ছিল সরল;ছানা ও গুড় দিয়েই তাঁকে নৈবেদ্য দিতে। সেই সামান্য নিবেদন, সেই গভীর বিশ্বাস থেকেই শুরু হয় সাহা বাড়ির দুর্গাপুজো। আজ সেই পুজো পেরিয়ে এসেছে ১২৩টি বছর।

সময়ের সঙ্গে বদলেছে পৃথিবী, বদলেছে মানুষের জীবন, বদলেছে জমিদারির দিন। কিন্তু বদলায়নি মায়ের প্রতি পরিবারের টান। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত আজও পুরনো আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চলে পাঁঠাবলি, আর সন্ধ্যায় ভোগ হিসেবে পরিবেশন করা হয় খিচুড়ি, লুচি, আলুর দম। পরিবারের প্রায় দেড়শো সদস্য পুজোর দিনগুলিতে একত্রিত হয়ে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষগুলো যেন এই কয়েকটি দিনের জন্য আবার ফিরে পান তাঁদের পুরনো বাড়ি, পুরনো সম্পর্ক এবং শৈশবের স্মৃতি।

এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলিও এই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঠাকুরমশাই, ঢাকি, বাদ্যকার, ঠাকুরতরি ও অন্যান্য কর্মী পরিবারের অনেকেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ধুতি, গেঞ্জি ও গামছা দেওয়ার প্রথাও আজও চলে আসছে। পুরনো জমিদারি-সম্পর্কের মানুষ, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনও পুজোর সময় এই বাড়িতে ফিরে আসেন। ফলে মায়ের সামনে এসে আলাদা হয়ে যায় না কেউ;সবাই মিলে হয়ে ওঠে এক পরিবারের অংশ।

আর এই ঐতিহ্যকে ভবিষ্যতের হাতে তুলে দিতে এগিয়ে আসে নতুন প্রজন্ম। পরিবারের সদস্যদের একত্রে রাখার উদ্দেশ্যে তৈরি হয় যোগাযোগের মাধ্যম, আয়োজন হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অষ্টমীতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নবমীতে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। কারণ এই পুজো শুধু অতীতকে মনে রাখার নয়;আগামী প্রজন্মকে নিজের শিকড় চিনিয়ে দেওয়ারও উৎসব।

তারপর আসে দশমী। শেষ পুজো, শেষ আরতি, সিঁদুর খেলা;হাসির আড়ালে জমে ওঠে বিদায়ের বিষণ্ণতা। মা চলে যান, অতিথিরা ফিরে যান, বাড়ি আবার ধীরে ধীরে নীরব হয়। কিন্তু থেকে যায় একটিই প্রতিশ্রুতি —

'আসছে বছর আবার হবে।'

তাই সরবেড়িয়ার সাহা বাড়ির দুর্গাপুজো কেবল ১২৩ বছরের একটি ধর্মীয় আচার নয়। এটি তামাকের ব্যবসা থেকে জমিদারি হয়ে ওঠা এক পরিবারের ইতিহাস, এক স্বপ্নাদেশের বিশ্বাস, বহু মানুষের বংশপরম্পরার সম্পর্ক, আর সবার ওপরে;একটি বিশাল পরিবারকে বছরে একবার আবার একসঙ্গে করে তোলার গল্প।

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে; আনন্দময়ীর আগমনে সবাই হোক এক।

সাহা বাড়ির দুর্গোৎসব; ১২৩ বছর ধরে মা আসছেন, আর তাঁর সঙ্গে ফিরে আসছে আমাদের শিকড়, আমাদের মানুষ, আমাদের ভালোবাসা।

একটি আগমনী অনুষ্ঠানের নেপথ্যকথা ৫০ টাকার হাত ধরে

বড় স্বপ্নের পাশে দাঁড়াতে সবসময় বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হয় না। কখনও কখনও মাত্র ৫০ টাকাও হয়ে উঠতে পারে এক বড় বিশ্বাসের প্রতীক। কলকাতার শিশির মঞ্চে আয়োজিত এক বিশেষ আগমনী অনুষ্ঠানের নেপথ্যের গল্প যেন সেই কথাই মনে করিয়ে দিল।

প্রাক-মহালয়ার আবহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের ভাবনা ছিল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক, তাঁদের পরিবার, শিল্পী এবং শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে মর্যাদা, অভিব্যক্তি ও অন্তর্ভুক্তির একটি মুক্ত পরিসর তৈরি করা। উদ্যোগটির নেতৃত্বে ছিলেন শ্রবণা মিত্র দাস।

তবে অনুষ্ঠান আয়োজনের শুরুতে প্রত্যাশিত স্পনসরশিপ না মেলায় তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। কিন্তু পিছিয়ে যাননি শ্রবণা। আর্থিক সাহায্যের বদলে মানুষকে 'কজ পার্টনার' হিসেবে পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি।

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কেউ দিয়েছেন অর্থ, কেউ সময়, আবার কেউ উদ্যোগটির কথা পৌঁছে দিয়েছেন অন্যদের কাছে। সেই সহযোগিতার ধারাতেই এক পড়ুয়া এগিয়ে দেন মাত্র ৫০ টাকা।

অঙ্কটি হয়তো সামান্য। কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল গভীর বার্তা;সবটা হয়তো দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি হোক, সেই ইচ্ছাটুকু দেওয়া সম্ভব।

তাই ৩ অক্টোবরের সন্ধ্যা শুধু একটি অনুষ্ঠান হয়ে থাকেনি। হয়ে উঠেছে মানুষের সম্মিলিত বিশ্বাস, সহমর্মিতা এবং অংশগ্রহণের গল্প। আর সেই গল্পে ৫০ টাকা হয়ে উঠেছে সবচেয়ে স্মরণীয় প্রতীক।